

সূরা আন্নাহল-১৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য ইবনে আবুস নঁ৬, নঁ৭ এবং নঁ৮ নঁ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তাঁর মতে এই তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রফেসর নলডিকিও মনে করেন, আয়াত নঁ৪৪, ১১২, ১২০, ১২১ এবং ১২৬ ছাড়া এই সূরাটির বাদ বাকি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সূরার ভূমিকায় কোন সংক্ষিপ্ত অক্ষরমালা বা ‘হুরফে মুকাভায়াত’ নেই। যেহেতু কোন সূরার বিষয়বস্তু উক্ত সূরার ভূমিকা বা শুরুতে বর্ণিত ‘হুরফে মুকাভায়াত’-এর ভাবের সম্প্রসারণ এবং তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ দ্বারা সার্বিকভাবে পরিবেশিত হয় তাই যদি কোন সূরার শুরুতে অনুরূপ অক্ষরসহ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু বর্তমান সূরাতেও আলোচিত হবে এবং বর্তমান সূরার ভাবধারা ও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার আলোকে হবে এবং পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু বর্তমান সূরাতেও আলোচিত হবে এবং এবং বর্তমান সূরার ভাবধারা ও বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী সূরার আলোকে অনুসৃত হবে। সেই দিক থেকে বর্তমান সূরার বিষয়বস্তুকে মূলত পূর্ববর্তী সূরা ‘আল হিজর’ এর ধারাবাহিকতা ও ব্যাপ্তি হিসাবে মনে করতে হবে এবং পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে উদ্ভৃত ‘হুরফে মুকাভায়াত’-আলিফ, লাম, রাএর আলোকেই বর্তমান সূরার বিষয়বস্তু পরিবেশিত হবে। তবে উপস্থাপনা পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর অনুশীলনের দিক থেকে এতে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক।

বিষয়বস্তু

অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই বর্তমান সূরার শিরোনাম ‘আন্নাহল’ (মৌমাছি) রাখা হয়েছে কেননা এই সূরার ৬৯নঁ আয়াতে বর্ণিত মৌমাছির স্বাবজাত প্রবৃত্তিকে আল্লাহ তাআলা ‘ওহী’ হিসাবে অভিহিত করেছেন। এ স্থলে ‘ওহী’ শব্দটির ব্যবহার করে এই মহা সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে এই বিশ্বজগতের সুষ্ঠু ও সফল পরিচালনা পদ্ধতি আল্লাহ তাআলার ‘ওহী’ বা প্রত্যাদেশের ওপর নির্ভরশীল-তা সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে শ্রেণীরই হোক না কেন। এই বিষয়টিই আলোচ্য সূরার কেন্দ্রবিন্দু বা সারমর্ম। তদুপরি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে ‘জেহাদের’ প্রসঙ্গও এই সূরায় বর্ণিত হয়েছে। ‘জেহাদের’ প্রসঙ্গটি যেহেতু বিভিন্ন মহল কর্তৃক আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে, তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ঐশ্বী ইশারায় মৌমাছি যেভাবে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে তাঁর মধ্যকে রক্ষা করে তেমনি পবিত্র কুরআন, যা ঐশ্বী তত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস বিশেষ একে রক্ষা করার জন্যও মুসলমানদেরকে ‘জেহাদে’ অংশ গ্রহণ করতে হবে। মু’মিনদেরকে অতঃপর বলা হয়েছে, তারা যদি ইচ্ছা করে তাদের বন্ধুবান্ধব ও নিকট আঘায়বর্গ কুরআন তথা ইসলামের ডাকে সাড়া দিক তাহলে সর্বাঙ্গে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা আনয়ন প্রয়োজন। কেননা হৃদয়ের পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহকে জানা অসম্ভব। বস্তুত ধর্মের ব্যাপারে যদি কোন বলপ্রয়োগ করা হয় তাহলে ধর্মের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

অতঃপর সূরাটিতে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোকপাতপূর্বক বলা হয়েছে, এই পৃথিবীর বুকেও জাতিসমূহকে পুনরুত্থিত করা হয় এবং তাদের এক নতুন জীবন লাভ ঘটে থাকে। বস্তুত হিজরতের সাথেই এই পুনরুত্থান শুরু হয়ে যায়। তদন্তুর হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) কেও মাত্তুমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হবে। কেননা তাঁর অনুসারীদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য কাফিরদের সংশ্রব থেকে আলাদা এক স্বতন্ত্র পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাপারে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে, মুসলমানদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য এই পার্থিব জীবনেই যদি হিজরতের প্রয়োজন হয় তাহলে মানুষের চিরস্তন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তো এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক হিজরতের আরো অধিক প্রয়োজন এবং এবং মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী জীবনই হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক হিজরত। এই আধ্যাত্মিক হিজরত- পরবর্তী মনজিল মু’মিন ও কাফিরদের জন্য আলাদা হয়ে থাকে। কাফেররা দোষখে প্রবেশ করে এবং মু’মিনরা ঐশ্বী অনুগ্রহের আলোকে স্নাত হয়ে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের ধাপগুলো অতিক্রম করতে থাকে। হিজরত প্রসঙ্গে আলোকপাত করে পরে বলা হয়েছে, মদীনায় হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হিজরত-পরবর্তী সময় মুসলমানদের জন্যেও মহান পরিণাম এবং সার্বিক কল্যাণকর বিষয় হিসাবে পরিণত হবে। এর পর সূরাটিতে সংক্ষিপ্তভাবে যে বিষয়ে বলা হয়েছে তাহলো, কেন কাফিরদেরকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সত্য গ্রহণের ব্যাপারে তাদেরকে কেন বাধ করা হয় না? তারপর অবিশ্বাসী কর্তৃক প্রতিবাদ আকারে পেশকৃত এই প্রসঙ্গেরও অবতারণা করা হয়েছে যে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) যদি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সত্যিকার রসূল হিসাবে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাহলে পূর্বেকার নবী-রসূলদের শিক্ষার সাথে তাঁর শিক্ষার এত পার্থক্য কেন? এই আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে, পূর্বেকার নবী-রসূলদের সত্যিকার শিক্ষা সময়ের ব্যবধানে, মানুষের অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে আর সঠিক অবস্থায় নেই। তাই তাঁদের আনীত আসল শিক্ষার সাথে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার অনেক পার্থক্য, যদিও এইসব পূর্বেকার নবী-রসূলের নামেই প্রচারিত হয়ে থাকে। বস্তুত কোন নতুন নবী-রসূল তখনই আবির্ভূত হন যখন পূর্বেকার ঐশ্বী গ্রন্থাবলীর শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায় এবং সেগুলোর

ଏଶୀ ସଂରକ୍ଷଣେ ଓୟାଦାଓ ଆର ବଜାଯ ଥାକେ ନା । ଆଲୋଚ୍ୟ ସୂରାତେ ମୌମାଛିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଉପ୍ରେସ କରେ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରା ହେଁଛେ ଯେ ମୌମାଛି ସେମନ ଏଶୀ ଅନୁପ୍ରେରଣାୟ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଥେକେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏକେ ସୁମ୍ବାଦୁ ଓ ଉପକାରୀ ମଧୁତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଠିକ ତେମନି ମାନୁଷେର ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିକନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଜନ୍ୟ ଏଶୀବାଣୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶେର ପ୍ରୋଜନ ରହେଛେ । ଅବଶ୍ୟ ମଧୁତ ସେମନ ମାନେର ଦିକ ଥେକେ ସକଳ ଫୁଲେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ହୁଏ ନା, ତେମନି ସକଳ ମାନୁଷେର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସତିତେ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥେକେ ଯାଯ । ମଧୁର ବିଭିନ୍ନ ର୍ବ ଓ ଗଙ୍କେର ମତୋ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଗତ ନବୀ-ରସ୍ମଲଦେର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ବାଣୀର ନମୁନାଓ ଭିନ୍ନତର । ଏଶ୍ୟବାଣୀର ପ୍ରୋଜନିଯାତରା କଥା ବୁଝାତେ ଗିଯେ ଆରୋ ଏକଟି ଯୁକ୍ତିର ଅବତାରଣା କରା ହେଁଛେ । ତାହଲେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନେ ମାନୁଷ ସଥିନ କୋନ ନବୀର ଯୁଗ ଥେକେ ଦୂରେ ସରେ ପଡ଼େ ତଥିନ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହେମୀ ଶାର୍ଥ ଜନ୍ମାଲାଭ କରେ ଏବଂ ମାନୁଷ ପୁରୁଷମୁକ୍ତମେ ଏହି ଶାର୍ଥକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଳିତ ହେଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର ସହଜାତ ଉନ୍ନତିର ସକଳ ପଥ ବନ୍ଦ ହେଁ ଯାଯ । ତଥିନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସ୍ଥିଯ ସ୍ଵାଭାବିକ ନିଯମେ ଏକଜନ ନବୀକେ ପ୍ରେରଣ କରେନ, ଯିନି ମାନୁଷ କର୍ତ୍ତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ସ୍ଵେଚ୍ଛାରିତାର ବିରକ୍ତି ନିରଲସ ସଂଘାମ ଚାଲାନ । ସମସାମ୍ୟିକ ସମାଜେର ତଥାକଥିତ ଦଲପତି ଓ ପ୍ରଧାନରା, ଯାରା ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାର ଏକଛତ୍ର ଅଧିକାରୀ ହେଁ ଥାକେ, ତାଦେର କ୍ଷମତାଚୂପିତ ସଟେ ଏବଂ ନବୀର ନେତୃତ୍ବେ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ତାଦେର ହୁଲାଭିଷିତ ହୁଏ । ମାନୁଷେର ବନ୍ଦୀଦଶାର ମୁକ୍ତି ଘଟେ ଏବଂ ତାରା ସତ୍ୟକାର ସ୍ଵାସ୍ଥୀନିତାର ପରିବେଶେ ଶାନ୍ତିର ନିଃସାସ ନେଯ । ଅତଃପର ସୂରାଟିତେ ଅବିଶ୍ଵାସୀଦେର ସତର୍କ କରେ ବଲା ହେଁଛେ, ଶୀଘ୍ରାହେ ଏହି କୁରାଅନେର ବଦୌଲତେ ଏଶୀ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧିତ ହେବ । ସମୟ ସୋଚାର ହେଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଘୋଷଣା ଦିଛେ ଏବଂ ଏହି ନତୁନ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କୁରାଅନ ଏମନ ଏକଟି ଗ୍ରହ ଯାର ମଧ୍ୟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ସକଳ ଗୁଣ ଓ ଉପକରଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହେଛେ । ଏହି ନତୁନ ଶିକ୍ଷା, ତଥା କୁରାଅନେର ଅନୁସାରୀରା ଅଚିରେଇ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସକଳ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତ୍ବ ତାଦେର ହାତେ ଚଲେ ଯାବେ । ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ଵାସେର ବିରକ୍ତି ବାସ୍ତବିକି ଏକ କଠୋର ସଂଘାମ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଏବଂ ଅସତ୍ୟେର ସକଳ ନେତା ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହେବେ । ସୂରାଟିର ଶେଷେର ଦିକେ ହ୍ୟାତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା:)କେ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ କରେ ବଲା ହେଁଛେ, ତାର ପ୍ରଚାରେର କ୍ଷେତ୍ର ଏଥିନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ପ୍ରସାରିତ ହେବେ, ଯାର ଆୟତାଯ ଖୃଷ୍ଟାନ ଓ ଇହୁଦୀରାଓ ଅଭିଭୂତ ହେବେ । ଏର ଫଳେ ନତୁନ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିରୋଧତା ଦେଖା ଦେବେ ଏବଂ ମୁସଲମାନରା ବିଭିନ୍ନ ଦିକ୍ ଥେକେ ଦୁଃଖ-କଟେର ଶିକ୍ଷାର ହେବେ । କିନ୍ତୁ ଇସଲାମେର ଏଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସର୍ବାବସ୍ଥାଯ ବଲବନ୍ଧ ଥାକେବେ ଏବଂ ବାଧା-ବିପତ୍ତିର ମଧ୍ୟେ ଓ ତା କ୍ରମାଗତ ସାଫଲ୍ୟେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଯାବେ । ଅପର ଦିକେ ଇସଲାମେର ଯାରା ଶକ୍ତି ତାଦେର ଅନ୍ୟାଯ ଆଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜିତ ଭାଗ୍ୟବରଣ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହେବେ ।

★ [ଏ ସୂରାୟ ପାଖିଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଏକଥା ବଲା ହେଁଛେ, ପାଖିରା ଯେ ଆକାଶେ ଉଡ଼େ ବେଡ଼ାଛେ ଏଦେର ସମ୍ପର୍କେ ଏ ଧାରଣା କରୋ ନା ଏବା ଦୈବକ୍ରମେ ଡାନା ପେଯେ ଗେଛେ ଏବଂ ଏଦେର ମାବେ ଉଡ଼ାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ଗେଛେ । କେବଳ ଡାନା ସୃଷ୍ଟିର ଦରଳନେଇ ପାଖିଦେର ମାବେ ଉଡ଼ାର ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହତେ ପାରିତୋ ନା ଯତକ୍ଷଣ ଏଦେର ଫୋକଳା ହାଡ଼ଗୋଡ଼, ଏଦେର ବୁକେର ବିଶେଷ ଗଡ଼ନ ଏବଂ ବୁକେର ଦୁଦିକେ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ମାଂସପେଶୀ ବାନାନୋ ନା ହତୋ, ଯା ଅନେକ ବଡ଼ ବୋରା ଉଠିଯେ ଏଦେରକେ ଉତ୍ତର୍ଧାକାଶେ ଉଡ଼ାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦାନ କରେ । ଏଟି ଏକପ ଏକଟି ଆଶ୍ରଯଜନକ ଅଲୋକିକ ବ୍ୟାପାର ଯେ ଓଜନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ସାରସ ପାଖିଓ ଅନବରତ କରେକ ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼େ ଚଲେ ଯାଯ । ଉଡ଼ାର ସମୟ ଏଦେର ଯେ ଅଭ୍ୟାରୀଙ୍ଗ ଗଡ଼ନ ରହେଛେ ତା ଏମନଟି ହେଁ ଥାକେ ଯେତାବେ ଜେଟ ବିମାନେର ସମ୍ମୁଖେ ଅଂଶ ବାୟୁକେ କେଟେ ଦୁଦିକେ ସରିଯେ ଦେଯ । ଏତାବେଇ ଏ ବିଶେଷ ଗଡ଼ନେର ଦରଳନ ଏଦେର ଓପର ବାୟୁଚାପ ଖୁବ କମ ପଡ଼େ । ଆର ଯେ ସାରସ ପାଖି ବାୟୁର ଏ ଚାପ ସବଚେଯେ ବେଶ ସହ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାରସଦେର ସମ୍ମୁଖେ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ କୁନ୍କଣ ପର ପିଛନ ଥେକେ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ସାରସ ଏସେ ତାର ଜାଯଗା ନିଯେ ନିଯେ । ଏ ଛାଡ଼ା ଏ ପାଖିଇ ଜଲଜ ପାଖିତେ ଓ ପରିଣତ ହେଁ ଏବଂ ପାନିତେ ଡୁବେ ଯାଏ ନା, ଅଥାତ୍ ବେଶ ଓଜନେର ଦରଳନ ଏଦେର ପାନିତେ ଡୁବେ ଯାଓୟାଇ କଥା ଛିଲ । ଡୁବେ ନା ଯାଓୟାର କାରଣ ହଲୋ, ଏଦେର ଶରୀରେର ଓପର ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଲକ ବାତାକେ ଚିମଟେ ରାଥେ ଏବଂ ପାଲକକେ ବନ୍ଦୀ ଏ ବାୟୁ ଡୁବେ ଯାଓୟା ଥେକେ ଏଦେର ରକ୍ଷା କରେ । ଏଟା ସ୍ୟାଂକ୍ରିୟଭାବେ ହତେଇ ପାରେ ନା । କେନନା ଏଦେର ପାଲକର ଚାରଦିକେ ଏରପ କୋନ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଥାକା ପ୍ରୋଜନ ଯାତେ କରେ ପାଲକ ପାନି ଶୁଷେ ନିତେ ନା ପାରେ । ଆପନାରା ଦେଖେ ଥାକେନ, ପାଖିରା ନିଜେଦେର ଠୋଟ ଦିଯେ ପାଲକମୂହେର ଭିତରଭାଗେ ସର୍ବଣ କରେ ଥାକେ । ଅବାକ କାନ୍ତ ହଲୋ, ଏ ସମୟ ଏଦେର ଶରୀର ଥେକେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ‘ହୀଜ’ ଏର ନ୍ୟାଯ ଏମନ ପଦାର୍ଥ ବେର କରେନ ଯା ଦିଯେ ପାଲକର ଓପର ପଲେପ ଦେଯା ଆବଶ୍ୟକ । କିଭାବେ ଏ ପଦାର୍ଥ ନିଜେ ନିଜେଇ ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ ଏବଂ କିଭାବେ ତା ଏଦେର ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେ ଗେଲୋ ଆର କିଭାବେ ଏ ପାଖିରା ବୁଝାତେ ପାରଲୋ ଶରୀରକେ ପାନି ଥେକେ ରକ୍ଷା କରତେ ହେବେ, ନତୁବା ଏରା ଡୁବେ ଯାବେ? (ହ୍ୟାତ ଖଲୀଫାତୁଲ ମୌତ୍ ରାବେ’ (ରହେ:) କର୍ତ୍ତ୍ବ ଅନ୍ତିମିତ କୁରାଅନ କରିମେର ଉଦ୍‌ଦ୍ୱାରା ନୁବାଦେ ସୂରାର ଭୂମିକା ଦ୍ୱାଷବ୍ୟ)]

সূরা আন্নাহল-১৬

মক্কী সূরা বিস্মিল্লাহ সহ ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুক্ত

১। ^১আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। ^২আল্লাহর আদেশ আসতে যাচ্ছে^{১৫২৮} । তাই তোমরা এর জন্য তাড়াহড়ো করো না । তিনি পরম পবিত্র এবং তারা যে শির্ক করে থাকে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে ।

★ ৩। তিনি বান্দাদের মাঝে যাকে চান তার প্রতি স্বীয় আদেশে বাণীসহ ফিরিশ্তাদের^{১৫২৯} অবর্তীর্ণ করেন, 'তোমরা (এই বলে লোকদের) সতর্ক কর নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । তাই তোমরা আমাকেই ভয় কর ।'

৪। ^৩তিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথার্থ উদ্দেশ্যে^{১৫৩০} সৃষ্টি করেছেন । তারা যে শির্ক করে থাকে তিনি এর অনেক উর্ধ্বে ।

৫। ^৪তিনি মানুষকে (এক তুচ্ছ) বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন । এরপর দেখ! সে (আমাদের সম্বন্ধে) বিতভাকারী হয়ে যায়^{১৫৩১} ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

أَنْ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ
سُبْحَنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ②

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ
عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ ③

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ
تَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ④

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ
خَصِيمٌ مُّبِينٌ ⑤

দেখুন : ক. ১:১; খ. ৫:৫৩; গ. ৩:১৯২, ১৪:২০, ১৫:৮৬, ২৯:৮৫, ৩৯:৬, ৬৪:৪; ঘ. ১৮:৩৮, ২২:৬, ২৩:১৩-১৪, ৩৫:১২, ৩৬:৭৮, ৪০:৬৮।

১৫২৮। 'আতাআমরজ্জাহে' অর্থ আল্লাহ তাআলার ভুক্ত এসে গেছে অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় আসন্ন অথবা নব্যগের সময় সূচিত হয়েছে ।

১৪২৯। রহ অর্থ আজ্ঞা, প্রশ়িরামণী, কুরআন, জিবরান্টল ফেরেশতা এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি (মুফরাদাতা, লেইন) এই আয়াতে রহ দ্বারা আল্লাহর জীবনদানকারী বাণী বুঝাচ্ছে । এই শব্দ দ্বারা নবীর মারফতে জনতীর্ণ হওয়া ত্রিশী সংবাদকেও বুঝায় । কারণ এর মধ্যে জীবন সঞ্চারী শক্তি রয়েছে ।

১৫৩০। 'বিলহাকে' অর্থ প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক । এই কথার অর্থ এও হতে পারে যে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর জন্য মানবের আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের কাজে নিজ নিজ দায়িত্ব নির্ধারিত রয়েছে, যাতে তাদের সমর্থয়ে ইল্লিত উদ্দেশ্য সফল হয় । অথবা এর এই মর্মও হতে পারে আল্লাহ তাআলা এই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যে, তা মানবের মনোযোগ আল্লাহ তাআলার দিকে আকর্ষণ করার কার্য সম্পাদন করে এবং মানুষ যেন উপলক্ষ্য করতে পারে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । আকাশসমূহের কার্য সম্পাদনের জন্য ভূপৃষ্ঠের বিদ্যমানতার প্রয়োজন রয়েছে এবং একইভাবে পৃথিবীও আকাশের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বা হৃকুমের অধীন । সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানবের নিকট এই বাস্তব সত্যকে স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করা যে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই স্বয়ংস্পূর্ণ নয় ।

১৫৩১। এক অটল প্রাকৃতিক বিধানের অধীন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টি করেন এবং তার ইহজীবনে চলার পথ প্রদর্শনের জন্য ত্রিশী প্রেরণ করেন । কিন্তু যদিও বাহ্যিক নিকৃষ্ট বস্তু থেকে মানুষের জন্য, তথাপি আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বোত্তম গুণাবলীতে ভূষিত করেছেন । এতদ্সত্ত্বেও সে (মানুষ) আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহপূর্ণ নির্দেশের অনুগত না হয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা এবং অধিকারের বিরুদ্ধে প্রশ়ির তুলে বসে ।

★ ৬। আর ^ৰ-গবাদি পশুও তিনি সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে উষ্ণতা এবং আরো অনেক অনেক উপকারিতা। আর এগুলোর কোন কোনটি তোমরা খেয়ে থাক।

৭। আর তোমরা যখন এগুলোকে চরিয়ে গোধূলি লঞ্চে ফিরিয়ে আন এবং (সকালে) তোমরা যখন এগুলোকে চরবার জন্য (ছেড়ে দাও) তখন এর মাঝে তোমাদের জন্য থাকে এক মনোরম দৃশ্য।

৮। আর ^ৰ-এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন সব (দ্রবর্তী) জনপদে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা চরম কষ্ট স্বীকার না করে পৌঁছুতে পারতে না। নিচয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৯। আর (তিনি) ঘোড়া, খচর, গাধা^১ (সৃষ্টি করেছেন) যাতে করে এগুলোতে তোমরা আরোহণ করতে পার এবং (এগুলো যেন তোমাদের) শোভা বর্ধনের^{১৫২} (কারণও হয়)। এ ছাড়া^২ তিনি (তোমাদের জন্য) আরো (যানবাহন) সৃষ্টি করবেন যা তোমরা এখনো জান না^{১৫৩-ক}।

১০। আর (বান্দাদের) সোজাপথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর,
[১০] কেননা এ (পথ)-গুলোর মাঝে বাঁকা পথও রয়েছে। আর তিনি
৭ চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিয়ে দিতেন।

১১। ^৩-তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। এতে রয়েছে সুপেয় পানি। আর এ থেকেই (সেসব) গাছপালা (উৎপন্ন) হয় যেগুলোতে তোমরা (গবাদি পশু) চরিয়ে থাক।

দেখুন ৪ ক.৬:১৪৩, ২৩:২২, ৩৬:৭২-৭৪, ৪০:৮০-৮১; খ. ৬:১৪৩, ৩৬:৭৩, ৪০:৮১; গ. ৩৬:৭৩, ৪০:৮১, ৭৩:১৩; ঘ. ৬:১৫০, ১০:১০০, ১১:১১৯; ঙ. ২:২৩, ৬:১০০, ১৩:১৮, ১৬:৬৬, ২২:৬৪।

১৫৩২। যখন আল্লাহ তাআলা মানবের দৈহিক এবং পার্থিব প্রয়োজনের উপকরণ সরবরাহ করার জন্য এত যত্নবান তখন এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা চিন্তা করা যায় না যে তিনি মানুষের আত্মার প্রয়োজনে অনুরূপ উপায় উপকরণ সরবরাহ না করে থাকতে পারেন বা উপেক্ষা করতে পারেন।

১৫৩২-ক। আয়তের এ অংশটুকু ইঙ্গিত করে যে আল্লাহ তাআলা মানবের জন্য নতুন যানবাহনের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাবেন যা তখন পর্যন্ত মানবের অজানা ছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আশ্চর্যরূপে প্রতিফলিত হয়েছে রেলগাড়ী, জলযান, মটর গাড়ি, উড়োজাহাজ ইত্যাদি উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। আল্লাহ তাআলাই কেবল জানেন আরো নতুন কি কি যানবাহন ভবিষ্যতে মানুষের সুবিধার জন্য উদ্ভাবিত হবে, যা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا جَرْكُمْ فِيهَا دَفَّءٌ
مَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ①

وَكُمْ فِيهَا جَمَائِ حِينَ تُرْيَحُونَ وَ
حِينَ تَسْرَحُونَ ②

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَ كُمْ إِلَى بَلْدٍ لَمْ تَكُونُوا بِلِغَتِيهِ
إِلَّا يُشِيقُ الْأَنْفُسُ مِنْ أَنْ رَبَّكُمْ لَرْءُوفٌ
رَّحِيمٌ ③

وَالْغَيْلَ وَالْبَعْدَانَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا
زَيْنَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ④

وَعَلَى اللَّهِ قَضْدُ السَّيِّئِيلِ وَمِنْهَا
جَارِيَةً وَلَوْ شَاءَ لَهُذَا كُمْ أَجْمَعِينَ ⑤

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً كَمْ
مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ ⑥

★ ১২। এ দিয়ে তিনি তোমাদের জন্য (সব ধরনের) ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙুর এবং সব ধরনের ফলফলাদিও উৎপন্ন করেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য এক নির্দশন রয়েছে^{১৩০}।

১৩। আর তিনি রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তাঁরই আদেশে তারকারাও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয় এতে সেইসব লোকের জন্য নির্দশনাবলী রয়েছে যারা বিবেকবুদ্ধি খাটায়।

১৪। আর বিভিন্ন ধরনের যেসব জিনিষ তিনি পৃথিবীতে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (সেগুলোও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে)^{১৩১}। নিশ্চয়ই এতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এক নির্দশন রয়েছে^{১৩২}।

১৫। আর তিনিই তোমাদের সেবায় সাগরকে নিয়োজিত করেছেন যেন তোমরা এ থেকে টাটকা মাংস খেতে পার এবং এ থেকে এমন সৌন্দর্য সামগ্রী বের করে আন যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি এতে নৌযানগুলোকে পানির বুক চিরে এগুতে দেখ যেন (এতে আরোহণ করে) তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান^{১৩৩} কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

দেখুন : ক. ৬:১০০, ১৩:৫; খ. ৭:৫৫, ১৩:৩, ১৪:৩৪, ৩৫:১৪, ৩৯:৬; গ. ১৩:৫, ৩৯:২২; ঘ. ৩৫:১৩, ৪৫:১৩।

১৫৩০। উদ্ভিদ ও গুল্মাদি গজাবার উৎপাদিকা শক্তি মাটিতে সুপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি পানির না পেলে সেই শক্তি ড্রিয়াশীল হয় না। একইভাবে মানুষ অতি উত্তম সহজাত বা স্বাভাবিক কার্যক্রমতা বা মনোবৃত্তির অধিকারী হলেও সে পবিত্র ওহী-ইলহামের সাহায্য ছাড়া ঐ সকল শুণকে উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারে না। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবলমাত্র তার বুদ্ধিমত্তার উপরই নির্ভরশীল— এই কথা বলা, আর পানি ছাড়া মাটি থেকে গাছ-গাছড়ার উৎপাদন হতে পারে বলা, একই কথা।

১৫৩৪। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির অত্যাশৰ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা অংশ হলো, কোন দু'টি বস্তু বা ব্যক্তি হৃবহু এক রকম নয়। এই বৈসাদৃশ্য না থাকলে পৃথিবীতে এক অবণনীয় বিশ্বজ্ঞলাপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হতো। এক বস্তু বা ব্যক্তি অন্য এক বস্তু বা ব্যক্তি হতে পৃথক করে চেনা বা জানা সম্ভব হতো না। একইরূপে মানুষের প্রকৃত ও মেঘাজের মধ্যে বিভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এটা মানবীয় শক্তির উর্ধ্বে যে, সে তার শিক্ষার জন্য এমন কোন পদ্ধতি বা পরিকল্পনা করতে পারে যা সকল প্রকৃতি বা স্বভাবের জন্য সমভাবে উপযোগী বা প্রযোজ্য। এরপ পার্থক্য বা বিভিন্নতা যা প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে কোন মানুষেই পূর্ণ জ্ঞান নেই। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এ সকল প্রভেদ ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন এবং এই কারণেই তিনিই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন যা সকলের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং উপকারী।

১৫৩৫। এই তিনিটি শব্দের প্রত্যেকটি অর্থাৎ ‘ইয়াতাফাক্রান’, ‘ইয়াকিলুন’, ‘ইয়ায্যাক্রান’ যথাক্রমে ১২, ১৩ এবং ১৪নং আয়াতের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলোর চয়ন আয়াত বিশেষে ব্যবহৃত বিষয়বস্তুর সঙ্গে শুধু বিশেষভাবে উপযোগীই নয়, বরং সমষ্টিগতভাবে এই তিনিটি আয়াতে বর্ণিত সাধারণ প্রশংসার সম্পর্কও প্রযোজ্য। স্ব স্ব স্থানে এর বিশেষ ব্যবহার তাদের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ধারক। ‘ইয়াতাফাক্রান’ অর্থ : (প্রতিফলন, প্রতিবিষ্ফুল, গভীর চিন্তা) শব্দটি প্রথমে ব্যবহার হয়েছে, কারণ মানুষের নেতৃত্বে পুনর্গঠন বা সংক্ষার সাধনের প্রক্রিয়ায় এটাই সকল নেতৃত্বে গুণের মধ্যে সর্বপ্রথম উপায় যাকে সর্বাঙ্গে জগত করতে হয়। গভীর চিন্তাশীলতার অভ্যাস হতে

يُئِيتُ لَكُمْ بِهِ الرَّزْعَ وَالرَّيْتُونَ وَ
النَّخِيلَ وَالْأَغْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ⑯

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالثَّهَارَ وَالشَّمَسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِاِمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑰

وَمَادَرَ الْكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ⑱

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ
أَحْمَاءَ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْبَةً
تَلْبِسُونَهَا جَ وَتَرَى الْفُلَكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ قَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشَكَّرُونَ ⑲

★ ১৬। আর তোমাদের জন্য খাদ্যসামগ্ৰী সৱবৱাহ^{১৩৭} করতে ক'তিনি ভূগঠে সুদৃঢ় পাহাড়পৰ্বত স্থাপন করেছেন এবং নদনদী ও পথঘাট (সৃষ্টি করেছেন)^{১৩৮} যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার।

১৭। (তিনি) আরো (সৃষ্টি করেছেন) পথনির্দেশক চিহ্নবলী। আর তারা (অর্থাৎ মানুষ) তারকাদের মাধ্যমেও পথের দিশা লাভ করে থাকে^{১৩৯}।

১৮। অতএব যিনি সৃষ্টি করেন আর যে (কিছুই) সৃষ্টি করে না তারা কি এক (হতে পারে)? তোমরা কি তবে উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৯। আর ^ণতোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করতে চাইলেও তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

২০। আর ^ণতোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর (সবই) আল্লাহ জানেন।

২১। আর ^ণআল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

দেখুন : ক. ১৩৪৪; ২১৩২; খ. ১৪৩৫; গ. ২৪৭৮; ৬৪৪৫; ঘ. ৭১৯২; ২৫৪৪।

ধীশক্তি ও জ্ঞানের উন্নতির হয় বা যুক্তিপূর্ণভাবে বিবেকের সঠিক ব্যবহার হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত ইয়াকিলুন- স্তরে মানুষ নৈতিক সংশোধন বা সংস্কার সাধনে সাফল্য বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। এর পরেই আসে তৃতীয় স্তর যেখানে কুপ্রবৃত্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং নৈতিক যুদ্ধ বা বিবাদ শেষ হয়ে যায় এবং 'ইয়ায়্যাকারন' স্তরে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং স্বতঃ সতর্ককারী হয় এবং সংকর্মশীলতা তার স্বত্বাবে পরিণত হয়ে যায়।

১৫৩৬। মানবাজাতির জন্য পার্থিব সুবিধা ও উপকারার্থে সমুদ্র এক অতি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিকীয় উৎস। সমুদ্র হলো বিশাল জলভাণ্ডার যেখান থেকে সূর্য আমাদেরকে বৃষ্টির যোগান দেয়। সমুদ্র যাতায়াত এবং বাণিজ্যের জন্য এবং মানুষের খাদ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

১৫৩৭। ★ অনেক পতিত 'আন তামিদা বিকুম' শব্দসমষ্টি থেকে ভূমিকম্প অর্থ বের করেছেন। একথা মেনে নিলে এর অর্থ দাঁড়াবে সর্বগামী ধূংসের উদ্দেশ্যে পাহাড় পর্বত সৃষ্টির কথা আল্লাহ ঘোষণ করছেন! এটা কি আল্লাহর অনুগ্রহের নমুনা? দুর্ভাগ্যবশত 'তামিদা' শব্দটি যে 'মাদা' ধাতু থেকে নির্গত-একথাটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 'মাদা' শব্দের অর্থ হলো খাদ্যসামগ্ৰী সৱবৱাহ করা। পৰিবে কুরআনে ব্যবহৃত 'মায়েদা' শব্দটি একই ধাতু থেকে নির্গত। এ অর্থ গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। আর আয়াতের এ অর্থটি মানব জাতিকে স্বরণ করায় যে সব প্রাণীজগতকে খাদ্যসামগ্ৰী সৱবৱাহের জন্য আল্লাহ পাহাড়পৰ্বতকে অপরিহার্য করে সৃষ্টি করেছেন। তবে, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বাস্পীয়করণের মাধ্যমে পানি উপরে তুলছে। পৰবর্তীতে এ সূক্ষ্ম জলীয় বাস্পকে ঘনিষ্ঠৃত রূপ দেয়ার জন্য একে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ জলীয়বাস্পকে পুনরায় পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য পাহাড় পৰ্বতের ভূমিকা অপরিহার্য। এ প্রক্ৰিয়ায় জলীয়বাস্প ভারী মেঘে রূপান্তরিত হয়ে ভারী বৰ্ষণের কারণ হয়। আর এ বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের মূল উপকরণ হিসেবে কাজ করে। বৃষ্টি প্রেক্ষাপটে একমাত্র এ অনুবাদটিই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়। আয়াতের অবশিষ্টাংশের সাথেও এ অনুবাদটিই সামঝস্যপূর্ণ। তাই এ সূরার ১৬ নম্বর আয়াতে কৃত অনুবাদটিই গ্রহণযোগ্য।

পানি ও খাদ্য পরম্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব সভ্যতার ইতিহাসে নদনদী দর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতায়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার এসব নদনদীর পাড় দিয়েই রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন কুরীমের পরিশিষ্টে হ্যৱেত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কৃত্ক প্ৰদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য))।

১৫৩৮ ও ১৫৩৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَالْقَيْفِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمَيِّذَ بِكُمْ وَ
أَنْهَرَاً وَسُبْلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ^{১৩}

وَعَلِمْتِ وَإِلَنْجَمْ هُمْ يَهْتَدُونَ^{১৪}

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ وَأَفَلَا
تَذَكَّرُونَ^{১৫}

وَإِنْ تَعْذِذًا زَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّهَا إِنَّ
اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ^{১৬}

وَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرِعُونَ وَمَا تُغْلِبُونَ^{১৭}

وَالَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ^{১৮}

২ [১২] ২২। (তারা সবাই) মৃত, জীবিত নয়। আর তাদের কখন পুনরুদ্ধিত করা হবে এ বিষয়ে তাদের কোন চেতনাই নেই।

২৩। *তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই। অতএব যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের অস্তর অবিশ্বাসপ্রবণ এবং তারা অহংকারী।

২৪। *তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অবশ্যই (তা) জানেন। নিচয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

২৫। আর তাদের যখন জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক কী অবর্তী করেছেন *তারা বলে, '(এতো) পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী (মাত্র)'।

২৬। (এ প্রতারণার পরিণাম এই হবে) যে *তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের বোৰা পূর্ণ মাত্রায় বহন করার পাশাপাশি তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে তারা নিজেদের অজ্ঞতাবশত পথভ্রষ্ট করতো। সাবধান, তারা যা বহন করছে

[১২] ৩ তা অতি নিকৃষ্ট!

২৭। তাদের পূর্ববর্তীরাও নিচয় ঘড়্যন্ত করেছিল। তখন আল্লাহ্ তাদের প্রাসাদগুলোর ভিত উপড়ে ফেলেছিলেন। এর ফলে তাদের উর্ধ্ব থেকে তাদের ওপর ছাদ ভেঙে পড়েছিল^{১৪০}। আর তাদের কাছে আয়াব এমন পথ দিয়ে এসেছিল যা তারা ভাবতেও পারেনি।

২৮। এ ছাড়া কিয়ামত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, 'কোথায় *আমার সেইসব শরীক যাদের খাতিরে তোমরা (নবীদের) বিরোধিতা করতে?' যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে, 'নিচয় কাফিরদের জন্য আজ লাঞ্ছনা ও অনিষ্ট (অবধারিত) রয়েছে।'

দেখুন ৪ ক. ২৪১৬৪; ৫৪৭৪; ২২৪৩৫; ৩৭৪৫; খ. ১৬৪২০; গ. ৮৪৩২; ৬৪৪১৬; ৮৩৪১৪; ঘ. ২৯৪১৪; ঙ. ৩৯৪২৬; ৫৯৪৩; চ. ২৪৪৬৩, ৭৫।

১৫৩৮। এ স্থলে "সুবুলান" (অর্থ পথ) মানুষের তৈরি ক্রত্রিম পথ বুবায় না, বরং প্রাকৃতিক চলাচলের পথ বুবায় যা নদনদী, উপত্যকা ও গিরিবর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং সবযুগে এগুলোই জনপথ বা রাজপথকে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫৩৯। এ আয়াতে এই মর্মই ব্যক্ত হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল হতো এবং নদনদী, উপত্যকা, পাহাড়-পর্বতমালা উচু নিচু না হতো তাহলে মানুষের জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমনাগমনের পথ খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়তো। ভূপৃষ্ঠে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিন্নতা সূচক প্রাকৃতিক গঠনশৈলী মানুষকে তার চলার পথে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে এ সব প্রাকৃতিক চিহ্নসমূহ আকাশযান চলাচলে খুবই সাহায্যকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের নক্ষত্রসমূহও জলে এবং স্থলে পথচারীকে পথ চিনতে সাহায্য করে।

آمُوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاٰ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبَعْثُونَ^{১১}

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌ ۚ
هُمْ مُشْتَكِرُونَ^{১২}

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرِرُونَ ۚ وَمَا
يُعْلِمُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُسْتَكِرِينَ^{১৩}
وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ مَا ذَا آتَنَّ رَبُّكُمْ
قَالُوا أَسَاطِيرٌ أُلَّا وَلَيْئَنَ^{১৪}

لِيَخْمُلُوا أَذَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَمَنْ أَذَارَ إِلَّذِينَ يُضْلُلُونَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ ۚ لَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ^{১৫}

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ
بِنِيَّانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَهُمْ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ^{১৬}

شَمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُخْرِيْهُمْ وَيَقُولُ
أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ
تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَاتَ الْخَرْزِيَ الْيَوْمَ وَالشَّوَّءَ عَلَى
الْكُفَّارِينَ^{১৭}

২৯। ^كনিজেদের ওপর যুলুমে রত থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তারা যাদের মৃত্যু দেয় ^كতারা (এই বলে) সন্ধিপ্রস্তাৱ কৰিবে, ‘আমোৱা কোন মন্দ কাজ কৰতাম না।’ (তখন তাদেৱ বলা হবে) ‘অবশ্যই’ (কৰতে)। তোমোৱা যা কৰতে আল্লাহ নিশ্চয় তা ভালভাবে জানেন^{১৪১}।

৩০। ^كঅতএব তোমোৱা জাহান্নামেৰ দৱজাণলো দিয়ে প্ৰবেশ কৰ। তোমোৱা সেখানে দীৰ্ঘকাল থাকিবে। আৱ অহংকাৰীদেৱ ঠাই অবশ্যই অতি নিকৃষ্ট।’

৩১। আৱ যারা তাকওয়া অবলম্বন কৰেছে তাদেৱ (যখন) বলা হবে, ‘তোমাদেৱ প্ৰভু-প্ৰতিপালক কী অবতীৰ্ণ কৰেছেন’ তখন তারা বলিবে, ‘সৰ্বতোভাবে কল্যাণ’। ^كযারা সৎকাজ কৰেছে তাদেৱ জন্য ইহকালেও রয়েছে কল্যাণ আৱ নিশ্চয় ^كপৰকালেৱ আবাসস্থল হবে (তাদেৱ জন্য) আৱো উত্তম। আৱ মুত্তাকীদেৱ আবাসস্থল কত উৎকৃষ্ট!

৩২। তারা এমন সব চিৰস্থায়ী ^كবাগানে প্ৰবেশ কৰিবে যেগুলোৱ পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাৰে^{১৪২}। আল্লাহ এভাবেই মুত্তাকীদেৱ প্ৰতিদান দিয়ে থাকেন,

৩৩। (অৰ্থাৎ) পৰিবেশ থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তারা যাদেৱ মৃত্যু দেয় (তাদেৱকে) ^كএৱা বলে, ‘তোমাদেৱ জন্য চিৰ শান্তি! তোমাদেৱ কৃতকৰ্মেৰ দৱজন তোমোৱা জানাতে প্ৰবেশ কৰ।’

৩৪। ^كএ (কাফিৰৱা) কি কেবল তাদেৱ কাছে ফিরিশ্তাদেৱ আগমনেৱ অথবা তোমাৱ প্ৰভু-প্ৰতিপালকেৱ সিদ্ধান্ত আসাৱ অপেক্ষায়^{১৪৩} পথ চেয়ে আছে? এদেৱ পূৰ্ববৰ্তীৱাও তা-ই কৰেছিল। আৱ ^كআল্লাহ তাদেৱ ওপৱ কোন অন্যায় কৰেননি,

দেখুন: ক. ৪১:১৮; ৮:১১; ৪৭:২৮; খ. ১৬:৮৮; গ. ৩৯:৭৩; ৪০:৭৭; ঘ. ৩৯:১১; ঙ. ৬:৩৩; ১২:১১০; চ. ৯:৭২; ১৩:২৪; ৩৫:৩৪; ৬১:১৩; ১৮:১৯; ছ. ১০:১১; ১৩:২৫; ৩৬:১৯; ৩৯:৭৪; জ. ২:২১১; ৬:১৫৯; ৭:৫৪; ঝ. ৯:৭০; ১৬:১১৯; ২৯:৪১; ৩০:১০।

১৫৪০। অতীতেৱ নবীগণেৱ বিৰূদ্ধবাদীদেৱ ওপৱ যে আয়াৱ এসেছিল তা কোন সাধাৱণ ধৰণলীলা ছিল না। তারা সমূলে ধৰণস্প্রাণ হয়েছিল। তাদেৱ নিৰ্মিত প্ৰাসাদ-সৌধগুলোৱ সম্পূৰ্ণ ভিত্তি দেয়াল ও ছাদসহ তাদেৱ ওপৱ আছড়ে পড়েছিল, বলতে কি, তাদেৱ নেতা বা অনুসৰীৱাৱ কেউই রক্ষা পায়নি।

১৫৪১। অবিশ্বাসীৱা আপত্তি কৰে বলিবে, তারা যা কিছু কৰেছিল তা নিৰ্দোষ মনে সদুদেশ্য প্ৰণোদিত হয়েই কৰেছিল এবং তারা শুধু ঔশ্চী গুণাবলীৱ প্ৰতি একনিষ্ঠ হওয়াৱ ক্ষেত্ৰে সাহায্যকাৰীৱাপে তাদেৱ মিথ্যা উপাস্যগুলোৱ পূজা কৰেছিল। এই আয়াত কাফিৰদেৱ ভৱিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গীকে মিথ্যা প্ৰতিপন্ন কৰেছে।

১৫৪২ ও ১৫৪৩ টীকা পৱবৰ্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلِئَكَةُ ظَايِمَةٍ
أَنْفُسِهِمْ فَإِلَّا لَقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ
مِنْ سُوءٍ وَّبَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{১৪৪}

فَادْخُلُوهُ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيلِيْنَ فِيهَا
فَلِيُّشَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ^{১৪৫}

وَقَيْلَ لِلَّذِينَ أَشْقَوْا مَا دَأَبْرَزَ
رَبُّكُمْ ، قَالُوا حَيْرًا ، لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَ
لَدَأْرُ الْآخِرَةِ حَيْرًا ، وَ لِنُغْمَةً دَأْرُ
الْمُتَّقِيْنَ^{১৪৬}

جَنَّتْ عَذَنِي يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا أَكَانْهُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ،
كَذِيلَكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ^{১৪৭}

الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلِئَكَةُ طَيِّبِيْنَ
يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ، اذْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{১৪৮}

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
الْمَلِئَكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ، كَذِيلَكَ
فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَ مَا

বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অন্যায় করতো ।

৩৫। অতএব তাদের কৃতকর্মের মন্দ (ফল) তাদের ধরে
ফেললো এবং ^۸তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা তাদের
ঘরে ফেললো^{۱۵۸۸} ।

৩৬। আর ^۹যারা শির্ক করে তারা বলে, ‘আল্লাহ্ যদি
চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত
করতাম না বা আমাদের পিত্তপুরুষরাও (করতো না) এবং
তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধও করতাম না ।
তাদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই করেছিল । কিন্তু ^{۱۰}স্পষ্টভাবে বাণী
পৌছে দেয়া ছাড়া রসূলদের আর কোন দায়িত্ব আছে কি?

৩৭। আর ^{۱۱}প্রত্যেক উম্মতে আমরা (কোন না কোন) রসূল
অবশ্যই (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছি, ‘তোমরা আল্লাহর
ইবাদত কর এবং প্রতিমা (পূজা) পরিহার কর ।’ অতএব
^{۱۲}তাদের কোন কোন লোককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং
তাদের কারো কারো জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হলো ।
সুতরাং ^{۱۳}তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ
প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল!

৩৮। ^{۱۴}তুমি তাদের হেদায়াতের জন্য যতই আগ্রহী হও (না
কেন, জেনে রাখ), যারা (লোকদের) পথভঙ্গ করে নিশ্চয়
আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত দেন না এবং তাদের কোন
সাহায্যকারীও নেই ।

৩৯। আর তারা আল্লাহ্ নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, ^{۱۵} যে মারা
যায় আল্লাহ্ তাকে কখনো পুনরুত্থিত করবেন না । ^{۱۶}অবশ্যই
(করবেন)! এটা তাঁর পক্ষ থেকে এক অলংকনীয় প্রতিশ্রূতি ।
কিন্তু বেশির ভাগ লোক (তা) জানে না ।

দেখুন ৪: ক. ৬১১; ২১৪২; ৩৯৪৯; ৪৫৩৪; খ. ৬১৪৯; ৪৩৪২; গ. ৫৯৩, ১০০; ২৪৪৫; ২৯১৯; ৩৬৪৮; ঘ. ১০৪৮; ১৩৪; ৩৫৪২৫
; ঙ. ৭৪১; চ. ৩১৩৮; ৬৪১২; ছ. ১২৪১০৮; ২৮৪৫৭; জ. ২৩৪৩৮; ৪৫৪২৫; ঝ. ১০৪৫; ২১৪১০৫ ।

১৫৪২। যুক্তাকীর আকাঞ্জকা যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অভিন্ন সেহেতু তারা কেবল সেই সকল
জিনিসের আকাঞ্জকাই করবে যেগুলো আল্লাহ্ ইচ্ছা অনুযায়ী হবে ।

১৫৪৩। এখানে ফিরিশ্তার আগমন দ্বারা কাফিরদের এক এক ব্যক্তির ধ্বংস বুঝায় এবং আল্লাহ্ তাআলার আগমন বা হকুম দ্বারা গোটা
জাতির ধ্বংস বুঝায় ।

১৫৪৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ گَانُوا آنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ^{۱۷}

فَأَصَا بَهُمْ سِيَّاْتٍ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ
عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{۱۸}

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
عَبَدَذَا مَنْ دُؤْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا
أَبْأُونَا وَلَا حَرَّمْنَا مَنْ دُؤْنِهِ مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَهَلْ عَلَ الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ^{۱۹}

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا
أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ
فِيمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَلَةُ فَسَيِّرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانْظُرُوهُ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ^{۲۰}

إِنْ تَعْرِضُ عَلَى هُذُولِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي مَنْ يُضْلِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَّصِيرٍ^{۲۱}

وَأَقْسَمُوا بِإِلَهٍ جَهَنَّمَ أَئِمَّا نِهَمُهُ لَا
يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْوُتْ بَلْ وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ^{۲۲}

৪০। (পুনরুত্থান এ জন্য হবে) যাতে করে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো তিনি তাদের কাছে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেন এবং অঙ্গীকারকারীরা যেন জানতে পারে নিশ্চয় তারাই মিথ্যাবাদী।^{১৫৪৪}

৪১। [৬] আমরা যখন কোন কিছু করতে চাই তখন এ ব্যাপারে আমাদেরকে কেবল এ কথাই বলতে হয়, 'হও'^{১৫৪৫} এবং তা হয়েই যায়।
১১

৪২। [★]আর নির্যাতিত হবার পর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে^{১৫৪৬} হিজরত করেছে আমরা অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে এক উত্তম স্থান দান করবো। আর পরকালের প্রতিদান নিশ্চয় সবচেয়ে বড়। হায়, তারা যদি (তা) জানতো!

৪৩। (এ প্রতিদান তাদের জন্য) [★]যারা ধৈর্য ধরে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে।

★ ৪৪। [★]আর আমরা তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরই (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমরা ওহী করতাম। অতএব তোমাদের জানা না থাকলে ঐশ্বী গ্রন্থাবলীর তত্ত্বাবধায়কদের জিজ্ঞেস কর।

★ ৪৫। আমরা [★]স্পষ্ট নির্দশনাবলী ও ঐশ্বী গ্রন্থাবলীসহ (তাদের প্রেরণ করেছিলাম)। আর তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে দেয়ার জন্য [★]আমরা তোমার প্রতি এ উপদেশবাণী অবতীর্ণ করেছি এবং তারা যেন চিন্তাভাবনা করে।

৪৬। [★]যারা (তোমার বিরুদ্ধে) হীন ষড়যন্ত্র করে আসছে তারা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে আল্লাহ ভূমিধসে তাদের বিলীন করে দিবেন না বা তাদের কাছে এমন পথে আয়াব আসবে না যা তারা অনুমানও করতে পারবে না,

দেখুন : ক. ২৪:১৮; ৩৪:৮; ৩৬:৪৩; ৪০:৬৯; খ. ২৪:২১৯; ৪৪:১০১; ২২:৫৯; গ. ২৯:৬০; ঘ. ১২:১১০; ২১:৮; ঙ. ৩৫:২৬; চ. ৩:৫৯; ১:৫৭; ১০; ২৪:১০০; ছ. ৬:৬৬; ১৭:৬৯; ৩৪:১০ ৬৭:১৭, ১৮।

১৫৪৪। কুরুর্ম বা পাপাচারের শাস্তি কোন বাইরের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মের স্বাভাবিক ফলাফল এবং এর সমানুপাতিকও বটে।

১৫৪৫। পুনরুত্থান দিবসে সত্যের উপলব্ধি এতই সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপ ধারণ করবে, কাফিররা দ্বীকার করবে যে মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনে বিশ্বাস না করাটা তাদের কত বড় বোকামি ছিল। অবশ্যই তা এখন পূর্ণ এবং সামগ্রিক বাস্তব উপলব্ধিতে পরিণত হবে।

১৫৪৬। 'কুন' শব্দ দ্বারা এটা বুবায় না যে আল্লাহ তাআলা কোন বস্তুকে, যার অঙ্গত্ব বাস্তবে রয়েছে, হ্রক্ষ করেন। এটা শুধু কোন ইচ্ছার প্রকাশ বুবায় এবং আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোন ইচ্ছার প্রকাশ করেন তখন তাঁর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তৎক্ষণাত্ম অভিষ্ঠ লক্ষ্যের পূর্ণতা লাভের পথে কার্যবল্প হয়।

১৫৪৭ টীকা প্রবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ
لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كُذَّابِينَ^③

إِنَّمَا قَوْلُنَا إِشْيَى إِذَا آزَدْنَاهُ أَنْ
تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^٦

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي النَّاسِ مِنْ بَعْدِ
مَا ظَلِمُوا لَنْبَغِيَّتِهِمْ فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً، وَلَا جُرْأَةً أَخْرَى أَكْبَرُهُمْ لَوْلَى
كَانُوا يَعْلَمُونَ^٩

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ^{١٠}

وَمَا أَذْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٌ نُّوحِيَ
إِلَيْهِمْ فَشَكَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ^{١٢}

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ، وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
لِذِكْرِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا تُرِيلَ لِإِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ^{١٣}

أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ
يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ^{١٤}

৪৭। বা তাদের চলাফেরার^{۱۴۸} সময় তিনি তাদের ধরে ফেলবেন না; অতএব তারা (আল্লাহকে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে) ব্যর্থ করতে পারবে না।

৪৮। অথবা তিনি ক্রমাগতে তাদের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমে তাদের ধরে ফেলবেন না^{۱۴۹}; তবে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৪৯। তারা কি লক্ষ্য করে দেখেনি, আল্লাহ যা-ই সৃষ্টি করেছেন এর ছায়া কখনো ডানে ও কখনো বামে^{۱۵۰} স্থানান্তরিত হয়ে তাঁরই সমীপে সিজদাবন্ত হয়ে থাকে এবং এরা বিনয় অবলম্বনকারীও হয়ে থাকে?

^৩ ৫০। আর ^۴আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যে প্রাণীই আছে আর ফিরিশ্তারা (সবাই) আল্লাহর সমীপে সিজদা করে এবং তারা কোন অহংকার করে না।

^৬ ৫১। তারা তাদের ওপর (পরাক্রমশালী) তাদের প্রভু-
^[১০] প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা তা-ই করে যা ^۵তাদের করতে বলা হয়।

৫২। আর আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা দুজনকে উপাস্য বানিয়ে বসো না। নিশ্চয়ই ^۶তিনি এক-অद্বিতীয়^{۱۵۱} উপাস্য। অতএব কেবল আমাকেই ভয় কর।’

দেখুন : ; ক. ১৩:১৬; ২২:১৯; খ. ৬৬:৭ গ. ১৬:২৩।

১৫৪৭। ‘ফিল্লাহে’ অর্থ : (ক) আল্লাহ তাআলার জন্য, (খ) আল্লাহ তাআলার ধর্মের জন্য, অর্থাৎ ধর্মে বন্ধনমুক্ত ও পূর্ণ স্বাধীন ধর্মচর্চা প্রয়োগ করার জন্য, (গ) আল্লাহ তাআলার মধ্যে অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গেছে।

১৫৪৮। অবিশ্বাসীদের পুনঃ পুনঃ ভয় এবং ভৃপৃষ্ঠের অবাধ চলাফেরা মুমিনদের মনে যেন এই ধারণার সৃষ্টি না করে যে কাফিরদের এহেন প্রতাপ অজ্ঞেয় এবং তাদের এই গৌরব চিরস্থায়ী। তাদের এই অবাধ গতিবিধি শীত্রই তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ধ্রংসকারীতে পরিণত হবে।

১৫৪৯। ‘আলাতাখাওওফেন’ অর্থ ক্রমাগতে ধৃত করা, হাস করা (লেইন)। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কাফিরদের শক্তির প্রতাপ ক্রমশ লোপ পাবে। ইসলামের ক্রমান্বয় শক্তি এবং চূড়ান্ত বিজয়ের ভৌতি তাদের চরম পরাজয়ের পূর্বেই তাদেরকে ধরে ফেলবে।

১৫৫০। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক বিশেষ পর্যায়ে বা অবস্থায় পৌছার পরে সঙ্কুচিত হয়। এতে এটাই প্রকাশিত হয়, তার ক্ষমতা, প্রতাপ ও র্যাদা প্রায় শেষ বা প্রস্থানোদ্যত হয় এবং তা পুনরায় কমে বা সঙ্কুচিত হয়ে তার পূর্বেকার নিজস্ব অবস্থায় এক ক্ষুদ্র ছায়ারূপে পরিণত হয়। এইরূপে অস্তীকারকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, এশী শাস্তি তাদের ছায়া বা প্রতিবিষ্টকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলবে। অন্যদিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ছায়া বা প্রতিবিষ্ট ক্রমশই দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। কারণ বস্তুর প্রতিবিষ্ট তখনই দীর্ঘ হয় যখন সূর্য তার আড়ালে থাকে। এছলে নবী করীম (সাঃ) এর পিছনে রয়েছে আল্লাহ তাআলার রহমতের সূর্য।

১৫৫১। এই জগতের কার্যপদ্ধতির বিষয়ে গবেষণালক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত যে এক অত্যাচর্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে মহাবিশ্ব। যদি একাধিক খোদা থাকতো তবে এই অভিন্ন সামঞ্জস্য তিরোহিত হয়ে যেত। তা ছাড়া যদি দুই খোদা থাকতো তাহলে একজন অন্যজনের অধীনস্থ থেকে তার আজ্ঞানুবর্তিতা করার আবশ্যক হতো। সেইরূপ অবস্থায় দুই এর মধ্যে একজন খোদা অতিরিক্ত হয়ে

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقْلِيْهِمْ نَمَّا هُمْ
بِمُعْجِزِيْنَ^{۱۵۲}

أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحْوُفٍ دِفَانَ رَبَّكُمْ
لَرْبُوفَ رَّحِيمَ^{۱۵۳}

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ
يَتَفَيَّأُوا ظَلَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ
الشَّمَائِيلِ سُجَّدًا إِلَيْهِ وَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ^{۱۵۴}

وَإِلَيْهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلِئَةُ وَهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ^{۱۵۵}

يَغَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَفْعَلُونَ^{۱۵۶}
مَا يُؤْمِنُونَ^{۱۵۷}

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ رَالَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّا يَ
فَازْهَبُونَ^{۱۵۸}

★ ৫৩। আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে সব তাঁরই ।
আর সঠিক পথ (নির্ধারণ করার অধিকার) চিরস্তনভাবে
ক-তাঁরই । তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয়
করবে?

৫৪। আর ^٣যে কল্যাণই তোমাদের কাছে রয়েছে তা আল্লাহর
পক্ষ থেকে । এরপর দুখকষ্ট যখন তোমাদের ওপর নেমে
আসে তখন তোমরা (বিনত হয়ে) তাঁরই কাছে ফরিয়াদ করে
থাক ।

৫৫। ^٤এরপর তিনি যখন তোমাদের কাছ থেকে সেই কষ্ট দূর
করে দেন তোমাদের এক দল তখনই নিজেদের প্রভু-
প্রতিপালকের সাথে শরীক করতে আরম্ভ করে ।

৫৬। ^٥এতে করে আমরা তাদের যা দিয়েছি তারা তা অঙ্গীকার
করে । অতএব তোমরা সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে নাও ।
এরপর তোমরা অবশ্যই (এর পরিণাম) জানতে পারবে ।

৫৭। আর ^٦আমরা তাদেরকে যে রিয়্ক দান করেছি তারা এর
একটি অংশ তাদের (সেইসব মিথ্যা উপাস্যদের) জন্য নির্ধারণ
করে বসে যাদেরকে তারা চিনেও না । আল্লাহর কসম! তোমরা
যে মিথ্যা বানিয়ে বলছ সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদের
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।

৫৮। আর ^٧তারা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান বানিয়ে নিয়েছে ।
তিনি পবিত্র । অথচ তাদের (নিজেদের) জন্য তা-ই রয়েছে যা
তারা পছন্দ করে^{১৫২} ।

দেখুন ৪ ক. ৩৯:৪; খ. ৪:৮০; ১০:১৩; ২৩:৬৫; ৩০:৩৪; ৩৯:৯; গ. ১০:১৩, ২৪; ২৯:৬৬; ৩০:৩৪; ৩৯:৯; ঘ. ২৯:৬৭; ৩০:৩৫; ঙ. ৬:১৩৭;
ঃচ. ৬:১০১; ৩৭:১৫৩, ১৫৪; ৪৩:১৭; ৫২:৪০; ৫৩:২২ ।

পড়তো । কিংবা যদি উভয়ই সমর্মাদার অধিকারী হতো তাহলে প্রত্যেকের প্রভাব, প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের গঙ্গি ভিন্ন হতো ।
এইরূপ অবস্থায় তাদের দুই এর মধ্যে অবশ্যই মতপার্থক্য দেখা দিত এবং বিশ্বজগতে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হতো । বস্তুত উভয় প্রকার
কল্পনাই অসম্ভব । অতএব এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা নিঃসন্দেহে এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ ।

১৫২। এস্তে আপত্তি এটি নয় যে কাফিররা আল্লাহ তাআলার জন্য কন্যাসন্তান কেন বানিয়ে নিয়েছে, পুত্রসন্তান কেন বানায়নি ।
কেননা পবিত্র কুরআন পুত্রসন্তান নির্ধারণকেও স্পষ্ট নিন্দা করেছে (১৯:৯১-৯২) । তফসীরাধীন আয়াত শুধু কাফিরদের নিরুদ্ধিতার প্রতি
ইঙ্গিত করে বলেছে, তারা আল্লাহ তাআলার প্রতি কন্যাসন্তান আরোপ করেছে, অথচ তারা নিজেরাই তাদের প্রতি কন্যাসন্তান আরোপকে
অবমাননাকর মনে করে ।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ
الْوَيْنُ وَاصْبَادًا فَغَيْرًا لَّمْ يَتَّقُونَ^১

وَمَا يُكْمِمُ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ شُوْثٌ إِذَا
مَسَكُمُ الظُّرُفُ فِي لَيْلَةٍ تَجْزَرُونَ^২

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّرُفَ عَنْكُمْ إِذَا
فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ^৩

لَيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فِي
فَسْوَفَ تَعْلَمُونَ^৪

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا
رَزَقْنَاهُمْ تَأْتِلُّهُ لَتُشَدِّلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ
تَفْتَرُونَ^৫

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهِي
وَلَهُمْ مَا يَشْتَهِي^৬

৫৯। অর্থে তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তান (জন্ম হওয়ার) সংবাদ দেয়া হয় তখন দুখে তার মুখ কালো হয়ে যায়^{১৫২-ক} এবং সে (তার) মনোকষ্ট চেপে রাখে।

৬০। যে সংবাদ তাকে দেয়া হয়েছে এর কষ্টে সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (আর ভাবে) লাঞ্ছনার (সমুখীন হওয়া) সত্ত্বেও তাকে কি সে বাঁচিয়ে রাখবে নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে^{১৫৩}? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা অতি জঘন্য।

★ ৬১। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য নিকৃষ্টতম
৭ দৃষ্টিভঙ্গ প্রযোজ্য।^১ শুধু আল্লাহরই জন্য মহোভয় দৃষ্টিভঙ্গ
১০ প্রযোজ্য। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।
১৩

৬২। ^২আর আল্লাহ যদি মানুষকে তার অন্যায় কাজের কারণে (তাৎক্ষণিক) শাস্তি দিতেন তাহলে কোন প্রাণীকেই তিনি এ (পৃথিবীতে জীবিত) ছাড়তেন না^{১৫৪}। কিন্তু তিনি এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাদেরকে (আত্মশুন্দির জন্য) অবকাশ দিয়ে থাকেন। ^৩তবে তাদের (শাস্তির) নির্ধারিত মেয়াদ যখন এসে পড়ে তখন তারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকতে পারে না এবং সামনেও এগুতে পারে না।

৬৩। আর তারা নিজেদের বেলায় যা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। আর তাদের মুখ মিথ্যা (দাবী করে) বলে, সব মঙ্গল তাদের জন্যই রয়েছে। মিঃসন্দেহে তাদের জন্য আগুন (নির্ধারিত) রয়েছে। আর (সেখানে) পরিত্যক্ত অবস্থায় তাদের ছেড়ে দেয়া হবে।

দেখুন : ক. ৪৩:২৮; খ. ৩০:২৮; গ. ১০:১২; ১৮:৫৯; ৩৫:৪৬; ঘ. ৭:৩৫; ১০:৫০।

১৫৫-ক। ‘ইস্তওয়ান্দা ওয়াজহহ’ অর্থ : তার মুখ কালো হয়ে গেল, তার মুখমঙ্গল বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল, সে ব্যথিত, দুঃখিত বা হতবুদ্ধি হলো, সে অপমানিত হলো (লেইন)।

১৫৫ট। আরবের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হতো। এই আয়াত সেই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানুষিক প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তারা (আরবরা) তাদের নারী গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করতো এবং চরম নিম্নস্তরে নারীর স্থান দিত। কুরআন করীম নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগুলের মধ্যে কুরআন অদ্বিতীয় ও অনুপম।

১৫৫ট। শাস্তি বিলম্বিত হয়ে থাকে। কারণ যদি আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার শাস্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগ করতেন তাহলে দুনিয়া অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত এবং ভূগূঢ়ের সকল জীবজন্ম বিলুপ্ত হয়ে যেত। পাপের কারণে মানুষ অকালে শেষ হয়ে গেলে জীবজন্ম ও পশ্চাপাথি বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন থাকতো না। মানুষেরই দরকারে ও উপকারে এদের সৃষ্টি। অতএব মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে সেগুলোও মিশ্চিহ হয়ে যেত।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ هُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ
وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ^৫

يَتَوَارِى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ إِذَا يُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُوَنَ آفَ
يَدْسَهُهُ فِي التُّرَابِ إِذَا سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ^৬

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَا لِآخِرَةِ
مَثُلُ السَّوْءَجَ وَلِلَّهِ الْمُتَمَثِّلُ الْأَعْلَىٰ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^৭

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ
مَّا تَرَكَ عَلَيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَلَمَّا جَاءَ
آجَلُهُمْ لَا يَشْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَقْدِمُونَ^৮

وَيَجْعَلُونَ يَتِيَّهُ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفُ
الْسِتْعُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْجُنُسَنِ
لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ
مُفْرَطُونَ^৯

৬৪। আল্লাহর কসম! ^كতোমার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মাঝেও আমরা অবশ্যই রসূল প্রেরণ করেছিলাম। কিন্তু ^كশয়তান তাদের কার্যকলাপ তাদের কাছে সুন্দর করে দেখিয়েছিল। অতএব আজও সে-ই তাদের অভিভাবক (সেজে বসে আছে), অথচ তাদের জন্য কষ্টদায়ক আয়াব (নির্ধারিত) রয়েছে।

৬৫। আর আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব কেবল এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি সেই বিষয়ে তাদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দাও যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে এবং (এ ছাড়াও) যারা ঈমান আনবে (এ কিতাব) যেন তাদের ^كপথনির্দেশনা ও রহমতের কারণ হয়।

৬৬। আর ^كআল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন ^كএবং পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর এর মাধ্যমে জীবিত করে [৫] তুলেছেন। নিচয় এতে সেইসব লোকের জন্য রয়েছে এক বড় ১৪ নির্দেশন যারা (কথা) শুনে।

৬৭। আর গবাদি পশুর মাঝেও নিচয় ^كতোমাদের জন্য এক বড় শিক্ষণীয় ^كনির্দেশন রয়েছে। এদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝ থেকে সৃষ্ট এমন বিশুদ্ধ দুধ আমরা তোমাদের পান করিয়ে থাকি যা পানকারীর জন্য সুপেয় (ও) ত্প্রিকর।

৬৮। ^كআর খেজুর ও আঙুর ফল থেকেও (আমরা তোমাদেরকে পান করাই)। এ থেকে তোমরা মাদক দ্রব্য ^كএবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করে থাক। নিচয় এতে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য এক বড় নির্দেশন রয়েছে।

দেখুন : ক. ৬:৪৩; ২২:৫৩; খ. ৬:৪৪; ৮:৪৯; গ. ৬:১৫৮; ১২:১১২; ১৬:৯০; ঘ. ২:১৬৫; ১৩:১৮; ঙ. ২৩:২২; চ. ১৩:৫; ১৬:১২; ২৩:২০; ৩৬:৩৫।

১৫৫৫। 'ইবরাতুন' অর্থ : লক্ষণ, চিহ্ন বা সাক্ষ্য প্রমাণ, যার মাধ্যমে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া বুঝায় (লেইন)। জীবজন্মের পেটে যে জটিল প্রস্তুতপ্রক্রিয়া চলতে থাকে এটি সেই দিকে ইঙ্গিত করেছে। গো-মহিষাদি যে ঘাস এবং লতাপাতা খায় তা এদের পেটে প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দুঃখে পরিণত হয়। এইরূপ দুর্ঘটপ্রস্তুতপ্রক্রিয়া নির্দেশ করছে, মানুষের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐগুলি ঐশ্বী নির্দেশন বা ইলহাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত হয়।

১৫৫৫-ক। আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ তার স্বাভাবিক ও খাঁটি এবং অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ তারা বিশুদ্ধ, স্বাস্থ্যকর এবং বলবান ও পুষ্টিকর খাদ্য হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ যখনই তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারে অথবা হস্তক্ষেপ করে তখন সে তাকে কলুষিত করে বসে। একইভাবে ঐশ্বী শিক্ষা যতদিন অবিকৃত থাকে ততদিন পর্যন্ত তা আধ্যাত্মিক উপকারিতার উপায় হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। কিন্তু যখনই তাতে মানুষের হস্তক্ষেপ ঘটে তখনই তা আপন প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা হারিয়ে ফেলে।

تَائِلُوكَدَأَزْسَلَنَا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِكَ
فَرَّيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ
وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{১)}

وَمَا آتَرَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا
لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^{২)}

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَرِيدُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا رَأَيْنَ فِي ذَلِكَ
كَلِيلٌ^{৩)}
لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ^{৪)}

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نُسْقِيْكُمْ قِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ
فَرِثٍ وَدَهْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِعًا
لِلشَّرِبَيْنِ^{৫)}

وَمِنْ شَمَرِتِ النَّحْيَيْلِ وَالْأَعْنَابِ
تَتَنَحَّدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَغْقُلُونَ^{৬)}

৬৯। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি (এই বলে) ওহী^{۱۰۵۶} করলেন, 'তুমি পাহাড়পর্বতে ও গাছপালায় এবং সেই (সব) মাচাতেও ঘর তৈরী কর, (যেগুলো মানুষ লতাগুলোর জন্য) বানিয়ে থাকে,

★ ৭০। এরপর সব (ধরনের) ফলমূল থেকে খাও এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশিত পথ ধরে সবিনয়ে এগিয়ে চল'। এদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়ে থাকে। এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য^{۱۰۵۷}। নিশ্চয় এতে চিঞ্চাশীল লোকদের জন্য রয়েছে এক নির্দর্শন।

★ ৭১। আর আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। আর ^كতোমাদের মাঝে (কোন কোন) ব্যক্তিকে হৃশজ্ঞান হারিয়ে ফেলার বয়সে উপনীত করা হয়, (যার ফলে) সে যেন জ্ঞান অর্জনের পর জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।
৯ [৫] ১৫ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) সর্বশক্তিমান।

৭২। আর ^كআল্লাহ্ তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে কোন কোন ব্যক্তির ওপর রিয়কের ক্ষেত্রে অধিক সমৃদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু যাদের সমৃদ্ধি দেয়া হয়েছে তারা কখনো তাদের রিয়ক^{۱۰۵۸} তাদের অধীনস্থদেরকে^{۱۰۵۹} এমনভাবে দিতে চায় না যাতে এরা এক্ষেত্রে তাদের সমান হয়ে পড়ে। তবুও কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে (জেনে শুনে) অস্বীকার করবে?

দেখুন : ক. ২২:৯; খ. ২৪:২৩; ৩০:২৯।

১৫৫৬। এখানে 'ওহী' শব্দটি দ্বারা সকল প্রাণীকে আল্লাহ্ তাআলা যে স্বাভাবিক গুণ বা সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করেছেন তাকে বুঝাচ্ছে। এই আয়াত খুব সুন্দর ইঙ্গিত বহন করেছে যে এই বিশ্বচরাচর সহজ এবং সফল কার্যপদ্ধতির জন্য গোপন বা প্রকাশ্য ওহীর উপর নির্ভরশীল। অন্য কথায় সকল বস্তু ও প্রাণীকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জন্মাত কার্যক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং সহজাত গুণ ও প্রবৃত্তির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করতে হয়। মৌমাছিকে এখানে প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ এহণ করা হয়েছে। কারণ এর অত্যাশ্চর্য সংগঠন ক্ষমতা, কর্মশোলী একজন উদাসীন পর্যবেক্ষকের মনেও প্রভাব বিস্তার করে এবং খালি ঢোকেও তা দেখা যায়।

১৫৫৭। মৌমাছিকে বিষয়টি বর্তমান আয়াতে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মৌমাছিকে আল্লাহ্ তাআলা অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন ফলফুল থেকে এরা খাদ্য এহণ করার জন্য এবং তারপর তারা দৈহিক গঠনশৈলী এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক শিক্ষা প্রণালী যা তার প্রতি অবর্তীর্ণ করা হয়েছে সেই সবের সময়ে সে তার সংগৃহীত খাদ্যকে মধুতে পরিবর্তিত করে। মধু বিভিন্ন রং ও গন্ধের হয়ে থাকে। কিন্তু সকল প্রকার মধুই মানবের জন্য অত্যধিক উপকারী। এই ঘটনা ইঙ্গিত করছে, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের প্রতি ওহী অবর্তীর্ণ হয়ে আসছে এবং এক নবীর শিক্ষা অন্য নবীর শিক্ষা থেকে কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে যদিও ভিন্নতর, তথাপি সকল শিক্ষাই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জাতির লোকের নেতৃত্বে এবং আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত।

১৫৫৮। 'মালাকাত আয়মানুভূম' বাক্যাংশ স্পষ্টভাবে একের কর্তৃত্বাধীন এক ব্যক্তিকে- যথাঃ যুদ্ধ-বন্দী, ব্যক্তিগত কর্মচারী, অধীনস্থ শ্রমিক, রায়ত বা প্রজা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করছে।

১৫৫৯। প্রত্যেক যুগেই কেন ব্যক্তি বা জাতি নিজস্ব উচ্চতর বৃদ্ধিমত্তা ও কঠোর পরিশ্রম দ্বারা অন্য ব্যক্তি বা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রভুত্ব অর্জন করে এবং শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। এটা অসম্মানজনক বা অন্যায় বা অনুচিতও নয়, যে পর্যন্ত এটা কম ভাগ্যবান লোকদেরকে তাদের নিজ জ্ঞানবুদ্ধির সম্বয়বহার করে জীবনের ভাল দিক ও শ্রেষ্ঠ বস্তু অর্জন করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত না করে। কিন্তু ধৰ্মী ব্যক্তিরা সর্বদাই দরিদ্রদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা এবং ধনশালীদের ক্ষমতা ও সুবিধাসমূহে ভাগ বসাবার সকল টীকা অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَوْحِيَ رَبُّكَ رَأَى النَّخْلِ أَنِّي أَتَخْرُزُ
مِنَ الْجِبَالِ بِبَيْوَنًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ^⑪

شَمَ كُلِّيْ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَتِ فَاسْلُكِيْ
سُبْلَ رَتِيكَ دُلْلَاهِ يَخْرُجُ مِنْ بُطْوَنَهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْوَانَهُ فِيهِ شِفَاءٌ
لِلَّذِنَّا مِنْ دَرَانَ فِي ذِلِّكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ
يَتَنَفَّخُونَ^⑫

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ شَمَّ يَتَوَفَّكُمْ نَهَّ
مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى آزْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ وَ
عَلَيْهِ تَوَيْرٌ^⑬

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيِي
رِزْقُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
يَجْحَدُونَ^⑭

৭৩। আর 'আল্লাহ'ই তোমাদের জন্য তোমাদের মাঝে থেকেই জীবনসঙ্গী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবনসঙ্গী থেকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদের রিয়্ক দান করেছেন। 'তবুও কি তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ'র অনুগ্রহকে অঙ্গীকার করবে^{১৫৬০}?

৭৪। আর 'তারা আল্লাহ'কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর উপাসনা করছে যা আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তাদের রিয়্ক দানের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃত্বই রাখে না এবং তারা (রিয়্ক দানের কোন) সামর্থ্যই রাখে না।

৭৫। অতএব তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে দৃষ্টান্ত বানিও না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না^{১৫৬১}।

৭৬। আল্লাহ এমন এক পরাধীন^{১৫৬২} কৃতদাসের উদাহরণ দিচ্ছেন, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং (এর বিপরীতে আর এক জনের উদাহরণ দিচ্ছেন) যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম রিয়্ক দিয়েছি এবং 'সে' তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে^{১৫৬৩}।

দেখুন : ক. ২৪৪; ৭৪১৯০; ৩০৪২২; ৩৪৪৭; খ. ২৯৪৬৪; গ. ১০৪১৯; ২২৪৭২; ২৪৪১৮; ঘ. ২৪২৭৫; ১৩৪২৩।

প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মুখ ব্যাদান করে বসে। ক্ষমতার অধিকারী সুবিধাতোগী লোকদের অত্যাচার থেকে জগতের রক্ষাকল্পে এবং উৎকর্ষে প্রকৃত গুণাবলী ও বুদ্ধিমত্তার উন্নতির পথ উন্নজ্ঞ করে মানবজাতির মধ্যে সাম্য এবং ন্যায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কর্মাময় আল্লাহ তাআলা সংক্ষরক আবির্ত্ত করে থাকেন। তাদের আবির্ভাব নবযুগের ঘোষণা করে এবং বৃক্ষিত ও দরিদ্র লোকদের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে। সংক্ষেপে অথচ অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই আয়াত ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী আইনের উপস্থাপনা করেছে। 'রিয়কিহিম' অর্থাৎ 'তাদের ধনসম্পদ' শব্দগুলোর মধ্যে 'তাদের' শব্দটির ওপর গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তিমালিকানা স্বীকার করেছে। অন্যদিকে "তাদের রিয়্ক" কথা দ্বারা সকল বস্তুতে সকল মানুষের যৌথ বা এজমালি মালিকানা নির্দেশ করেছে। কারণ কোন বস্তু কেবল তখনই কোন ব্যক্তিকে প্রত্যার্পণ করা হয় যাতে তার স্বত্ত্ব থাকে। বস্তুতপক্ষে পবিত্র কুরআন সকল বস্তুর উপরে দৈত মালিকানার নীতি স্বীকার করেছে এবং একই সঙ্গে সেই সম্পত্তিতে সকল মানবের অধিকার স্বীকার করেছে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি মালিকানায় অবাধ বা লাগামহীন অধিকারে যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি সম্পদ এবং এর উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপরও রাষ্ট্র কর্তৃক খোলাখুলিভাবে সম্পূর্ণ দখলের অধিকারও স্বীকার করে না। ইসলাম মধ্যপথে অবলম্বন করার নির্দেশ দেয়।

১৫৬০। এই আয়াত আল্লাহ তাআলার তৌহীদ বা একত্রে সমর্থনে ব্যক্তিগত অধিকার তোগের সহজ প্রবৃত্তিকে যুক্তি হিসাবে নির্দেশ করে।

১৫৬১। মানবের পক্ষে এটা দারুণ বাড়াবাড়ি যে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে যে কোন নিয়মের বা আইনের কল্পনা করে বসে, অথচ সে তাঁর মহান এবং অসীম ক্ষমতা সংযোগে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

১৫৬২। অবিশ্বাসীরা সেই ব্যক্তির তুল্য, যে তার ইচ্ছা এবং কর্মের সকল স্বাধীনতা হারিয়েছে এবং নিজস্ব হীন মনোবৃত্তি ও নিচ বাসনার দাসে পরিণত হয়েছে।

১৫৬৩। এর অন্তর্নিহিত সূত্র সম্ভবত আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ বাদ্য হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে : (১) তিনি মানবজাতির জন্য গোপনে (রাতে তাদের জন্য দোয়ার মাধ্যমে) এবং প্রকাশ্যে বাস্তবজীবনে কল্যাণকর কার্য দ্বারা খেদমত করেছেন, (২) তিনি দিনরাত মানবজাতির সেবা করেছেন।

وَإِنَّمَا جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ آذِنًا
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ آذِنَةِ جِلْمُونَ بَنِينَ وَ
حَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ
أَفَيَا بَأْطِيلٍ يُؤْمِنُونَ وَيُنَعِّمُونَ اللَّهُ
هُمْ يَكْفُرُونَ^(৪)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ إِلَهٍ مَا لَكَ يَمْلِكُ
لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَأَلَّا زِينَ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ^(৫)

فَلَا تَضِرُّ بُوَاي়ু আমালার মারাত দ্বারা
يَعْلَمُهُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^(৬)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رِزَقْنَاهُ مَنْ يَرِزِقُ
حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِثْهَ سِرًا وَجَهْرًا

এরা কি সমান হতে পারে? সব প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০
১৫
১৬

৭৭। আল্লাহ আরো দুজনের উদাহরণ দিচ্ছেন। এদের একজন বোৰা, যার কোন বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব নেই এবং সে তার মনিবের ওপর বোৰা হয়ে আছে। সে তাকে যেখানেই পাঠায় সে তার জন্য কোন কল্যাণ (বার্তা) বয়ে আনে না। এ ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তি কি সমান হতে পারে, যে ন্যায় কাজের আদেশ দেয় এবং সরলসুদৃঢ় পথে (প্রতিষ্ঠিত^{১৫৪}) রয়েছে?

৭৮। ^كআর আকাশসমূহের ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের^{১৫৫} অধিপতি আল্লাহই। আর সেই ^ك(প্রতিশ্রূত) মুহূর্তটি (আসার) বিষয় (তো) কেবল চোখের পলক ফেলার মত বরং এর চেয়েও দ্রুততর। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৯। আর ^كআল্লাহ তোমাদের এমন অবস্থায় তোমাদের মাত্রগত থেকে বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না এবং ^كতিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন^{১৫৬} যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

★ ৮০। ^كতারা কি মধ্যাকাশে (উর্ধ্বে) ধরে রাখা পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন? একমাত্র আল্লাহই এদের (উর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন^{১৫৭}। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্য নির্দর্শনাবলী রয়েছে।

দেখুন : ক. ১১:১২৪; ১৮:২৭; ৩৫:৩৯; খ. ৭:১৮৮; ৫৪:৫১; গ. ৩৯:৭.; ঘ. ২৩:৭৯; ৬৭:২৪; ঙ. ৬৭:২০।

১৫৬৪। পূর্ববর্তী এবং বর্তমান আয়াত দুই প্রকার কাফির দলের কথা বলা হয়েছে। যারা কুসংস্কারপূর্ণ অঙ্গবিশ্বাস এবং পৌত্রলিক প্রথা ও অভ্যাসের দাসে পরিণত হয় এবং যদিও তারা কিছু কিছু প্রয়োজনীয় কাজ করার উপায় ও যোগ্যতার অধিকারী হয়, কিন্তু তাও করতে দ্বিহাত্ত থাকে। কারণ তারা কর্মের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত এবং তারা অলসও। তফসীরার্থীন আয়াতে সেইসব কাফির সম্বন্ধেও বলা হয়েছে যারা শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসের দাসই নয়, বরং তাদের মধ্যে বাস্তবে কোন ভাল কাজ করার আগ্রহ এবং যোগ্যতারও সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে।

১৫৬৫। অদৃশ্য বিষয় বলতে কুরীর অনিবার্য ও চরম পরাজয়, চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং ইসলামের বিজয়কে বুঝায়।

১৫৬৬। মানবের জ্ঞানার্জনে তার সাহায্যকারী বৃত্তিগুলোর ক্রমবিন্যাসের ধারায় শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং উপলক্ষি শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। এক নবজাত শিশু সর্বপ্রথম তার শ্রবণশক্তি ব্যবহার করে। পরবর্তীতে তার দর্শন শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সবশেষে সে উপলক্ষির ক্ষমতা অর্জন করে।

১৫৬৭। মুক্তির কাফিরদেরকে উপরে আসন্ন আয়াবের কথা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। “একমাত্র আল্লাহই এদের (উর্ধ্বে) ধরে রেখেছেন” বাক্যটি দ্বারা তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত আয়াব থেকে অবকাশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আরবী কবিতায় বহু ছন্দোথা পাওয়া যায় যে বিজয়ীবাহিনীর পক্ষাতে পরিত্যক্ত পরাজিত শক্তির মৃত দেহগুলোর উপর পাখিরা ঝাঁপটিয়ে পড়ে থেকে থাকে। আরবী বাগ্ধারায় পাখিদের চক্রকারে আকাশে ঘুরে বেড়ানো জাতির পরাজয় বা ধৰ্মসের লক্ষণ বলে মনে করা হয় (৬৭:২০)। এই আয়াতে যোষণা করা টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

هَلْ يَسْتَوْنَ مَا لَهُمْ بِلِلَّهِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^④

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَبْعَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَى
مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ
هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْتِ بِالْعَذَلِ
وَهُوَ عَلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ^⑤

وَإِنَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
مَا أَمْرُ السَّاعَةِ لَا كَلْمَحُ الْبَصَرِ أَوْ
هُوَ أَقْرَبُ دِرَانَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَوِيرُ^⑥

وَإِنَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ
لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا جَعَلَ لَكُمْ
السَّمْمَةَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْشَدَةَ
لَعْلَكُمْ تَشْكُرُونَ^⑦

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرِتِ فِي جَوَّ
السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ لَا إِلَهَ مِنْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَغِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ^⑧

৮১। আর আল্লাহ্ তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্য প্রশাস্তি রেখেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য গবাদি পশুর চামড়া থেকেও এক ধরনের গৃহ তৈরী করেছেন যেগুলো যাত্রাকালে ও অবস্থানকালে তোমরা সহজে (বহন করতে) পার। আর তিনি এদের পশম, লোম ও কেশকে এক নির্দিষ্ট সময় (পর্যন্ত ব্যবহারের) জন্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী বস্তুসমূহ (তৈরীর মাধ্যম করেছেন)।

৮২। আর আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়াদানকারী উপকরণ বানিয়েছেন, পাহাড়পর্বতে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, তোমাদের জন্য এমন পরিধান সামগ্রী তৈরী করেছেন যা তাপ থেকে তোমাদের রক্ষা করে এবং এমন পরিধান সামগ্রীও (তৈরী করেছেন) যা যুদ্ধে তোমাদের সুরক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যেন তোমরা (তাঁর কাছে) আস্ত্রসমর্পণ কর।

৮৩। ^{*}কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় সেক্ষেত্রে (মনে রেখো) কেবল স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌছানো তোমার দায়িত্ব।

★ ৮৪। তারা আল্লাহ্'র নেয়ামতকে ভাল করেই জানে (যেমনটি তারা তা প্রত্যক্ষও করছে), তবুও তারা তা অঙ্গীকার করে।
আর তাদের বেশির ভাগই অকৃতজ্ঞ।

★ ৮৫। ^{*}আর (শ্঵রণ কর) সেদিনকে যখন প্রত্যেক জাতি থেকে আমরা একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো ^{১৫৬৮}। তখন অঙ্গীকারকারীদের (আত্মপক্ষ সমর্থনের) অনুমতি দেয়া হবে না। আর ^{*}তাদের কোন সাফাইও গ্রহণ করা হবে না।

وَإِنَّ اللَّهَ لَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخْفِفُونَهَا يَوْمَ ظَغْنِكُمْ وَيَوْمَ
إِقْرَامِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَذْبَارِهَا
وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ^⑦

وَإِنَّ اللَّهَ لَجَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ طَلَالًا
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ
لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيقَكُمُ الْحَرَّةَ وَسَرَابِيلَ
تَقِيقَكُمْ بَاسَكُمْ وَكَذِيلَكَ بُيْتُمْ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْلِمُونَ ^⑧

فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ
الْمُبِينُ ^⑨

يَغْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
وَأَكْثَرُهُمُ الْكُفَّارُونَ ^⑩

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا شَهِيدًا
لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ
يُشَتَّعَتُبُونَ ^⑪

দেখন : ক. ৩৪২১; ৫৪৯৩; খ. ৪৪৪২; ১৬৪৯০; গ. ৩০৪৫৮; ৪১৪২৫।

হয়েছে, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বিরত রেখেছেন। কিন্তু যদি তাদেরকে একবার যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে কাফিররা পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে এবং আকাশে বিচরণকারী পাখিরা তাদের মৃতদেহগুলোকে ভক্ষণ করবে।

১৫৬৮। প্রথিবীর সকল দেশে ও সকল জাতিতে আল্লাহ্ তাআলা নবী প্রেরণ করেছেন। সকল ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র কুরআন শরীফের চৌদশত বছর পূর্বের এই দাবীর সত্যতা মানবজাতির উপরে এখন প্রতিভাত হতে চলেছে।

৮৬। ^٤আর যারা যুগ্ম করেছে তারা যখন আয়ার দেখতে পাবে তখন তাদের জন্য তা লাঘব করা হবে না এবং তাদের অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৭। আর ^٥মুশরিকরা যখন তাদের (কল্পিত) শরীকদের দেখতে পাবে তখন তারা বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরা হলো আমাদের (সেইসব) শরীক যাদেরকে আমরা তোমাকে বাদ দিয়ে ডাকতাম।’ তখন তারা এদের কথার পাল্টা উত্তরে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরাই মিথ্যাবাদী^{১৬০}।’

৮৮। আর ^٦সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যা-ই নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

৮৯। ^٧যারা অঙ্গীকার করেছে এবং (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে তাদের জন্য আমরা আয়াবের ওপর আয়াব বাড়াতে থাকবো। কারণ তারা বিশ্বখ্লা সৃষ্টি করতো।

৯০। ^٨আর (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন আমরা প্রত্যেক জাতিতে তাদেরই মাঝ থেকে তাদের বিরুদ্ধে একজন করে সাক্ষী দাঁড় করাবো এবং (হে রসূল!) তোমাকে আমরা এদের (সবার) ওপর সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসবো। ^٩আর সব বিষয়ে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার জন্য, (সব মানুষের) পথনির্দেশনার জন্য, (তাদের প্রতি) কৃপার জন্য এবং পূর্ণ ১২
[৬] ১৮
আত্মসমর্পণকারীদের সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমরা তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

★ ৯১। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় প্রতিষ্ঠার, অনুগ্রহসূলভ আচরণের ও পরমাত্মীয়সূলভ দানশীলতার আদেশ দেন এবং অশ্লীলতা, প্রকাশ্য দুর্কর্ম ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন^{১৬১}। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

দেখুন ৪ ক. ২১১৬৬; খ. ৩০১১৪; গ. ১৬৪২৯; ঘ. ৭৪৪৬; ১১৪২০; ১৪৪৪; ঙ. ৪৪৪২; ১৬৪৮৫; চ. ১০৪৩৮; ১২৪১১২।

১৫৬৯। মুশরিকরা এবং তাদের মিথ্যা উপাস্যদের মধ্যকার বিতঙ্গ প্রমাণ করে যে পাপচার ও সত্য প্রত্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করে বস্তুত হলে তা কখনই স্থায়ী হয় না।

১৫৭০। এই আয়াতে তিনটি আদেশ এবং তিনটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এতে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক ও নেতৃত্বাচক ভূমিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে মানুষকে ন্যায়বিচার, অপরের প্রতি ভাল ব্যবহার এবং সকলের প্রতি আত্মায়সূলভ সদয় ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে এবং অশ্লীল আচরণ, প্রকাশ্য পাপচার এবং সীমালজনকে নিষেধ করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের মর্ম হলো : একজন অপরের সাথে সেইরূপ আচরণ করবে যেরূপ আচরণ সে অপরের নিকট থেকে আশা করে। সে অপরের নিকট থেকে যে পরিমাণে উপকার অথবা অপকার লাভ করবে, প্রতিদানে সমতুল্য হিত বা অহিত সাধন করবে।

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَرَدَّا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا النَّعَذَابَ فَلَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ^{১৬২}

وَرَدَّا رَأَى الَّذِينَ آشَرُ كُوَا شُرَكَاءَ هُمْ
قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَكُمْ شُرَكَاءُ نَا الَّذِينَ
كُنَّا تَذَعُّوا مِنْ دُونِكُمْ جَ فَأَنَّقُوا
إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُذَّ بُونَ^{১৬৩}

وَأَنَّقُوا إِلَيَّ أَنْتُهُمْ يَؤْمِنُونَ بِالسَّلَمَةِ
ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^{১৬৪}

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ذَذِنْهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ
بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ^{১৬৫}

وَيَوْمَ تَبَعَّثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ
عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئُنَا بِكَ
شَهِيدًا عَلَى هُمْ لَكُمْ نَزَّلَنَا عَلَيْكَ
الْكِتَبَ تَبَيَّنَ لَكُمْ شَيْءٌ وَهُدًى
رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ^{১৬৬}

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{১৬৭}

୯୨ । ଆର ତୋମରା ଯଥନ (ଆଲ୍ଲାହର ସାଥେ) ଅঙ୍ଗୀକାର କର (ତଥନ) *ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହର (ସାଥେ କୃତ) ଅଙ୍ଗୀକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର । ଆର ତୋମରା ଆଲ୍ଲାହକେ ଜାମିନରପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଶପଥ ପାକାପୋକ୍ତ କରାର ପର ତା ଭଙ୍ଗ କରୋ ନା^{୧୫୭୧} । ତୋମରା ଯା କର ନିଶ୍ଚଯ ଆଲ୍ଲାହ (ତା) ଭାଲ କରେଇ ଜାନେନ ।

୯୩ । ଆର ତୋମରା ସେଇ ମହିଳାର ମତୋ ହେଁ ନା, ଯେ ମଜବୁତ କରେ ପାକାନୋର ପର ତାର ସୂତା ଟୁକରୋ ଟୁକରୋ କରେ ଦିଯେଛିଲ । ଏକଟି ଜାତି ଅପରାଟିର ଚେଯେ ସମ୍ବନ୍ଧଶାଲୀ ହେଁ ଯାଯ (ଏଇ ଭଯେ)^{୧୫୭୨} *ତୋମରା ନିଜେଦେର ମାଝେ ତୋମାଦେର ଶପଥକେ ପ୍ରତାରଣାର^{୧୫୭୩} ମାଧ୍ୟମ ହିସେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରଇ । ନିଶ୍ଚଯ ଆଲ୍ଲାହ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ତୋମାଦେର ପରୀକ୍ଷା କରେନ । ଆର ତୋମରା ଯେ ବିଷୟେ ମତବିରୋଧ କରତେ ଆଲ୍ଲାହ କିଯାମତ ଦିବସେ ସେ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟଇ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଦିବେନ ।

ଦେଖନ : କ. ୬୧୧୫୩; ୧୩୧୨୧; ୧୭୧୩୫; ଖ. ୧୬୧୯୫ ।

‘ଆଦଲ’ (ନ୍ୟାୟବିଚାର) ଏର ଉପରେ ଶ୍ର (ଶ୍ର) ହେଲୋ ‘ଏହସାନ’ (ପରୋପକାର) । ଏକେ ଅନ୍ୟେର ହିତ ସାଧନେର ବେଳାୟ ପ୍ରତିଦାନେର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରବେ ନା, ଏମନକି ଦୂର୍ବ୍ୟବହାରେର ମୋକାବେଲାୟଓ ନୟ ଏବଂ ଆଚରଣ କୋନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦାନ ବା ବିନିମୟେର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହବେ ନା ।

ନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବୋକ୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷ ଶ୍ର ହେଲୋ “ଇତାଇୟିଲ କୁରବା” (ଜାତି ସୁଲଭ ଦାନ) । ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଏକଜନ ମୁ'ମିନେର ନିକଟ ଥେକେ ଏଟାଇ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରା ଯାଯ, ସେ ସ୍ଵାଭାବିକ ମନେର ଆବେଗେ ଅନୁପ୍ରାପିତ ହେଁ ପରୋପକାର କରବେ, ଯେମନ ଅତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କେର ଆସ୍ତିଯେର ପ୍ରତି କରା ହୁଯ । ସେ ଅନ୍ୟେର ନିକଟ ଥେକେ ପ୍ରାଣ ଉପକାରେର ବିନିମୟେ ପରୋପକାର କରେ ନା ଏବଂ ପ୍ରତିଦାନେ ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ ବେଶ ଉପକାରେର ଧାରାଗତେତେ କରେ ନା । ବରଂ ତାର ଅବଶ୍ଵା ହଞ୍ଚେ ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ମାଯେର ଅବଶ୍ଵା ସନ୍ଦଶ । ଏକଜନ ମୁ'ମିନ ଏଇ ଶ୍ରରେ ପୌଛଲେ ତାର ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାଣ ହୁଯ । ନୈତିକତାର ଏଇ ତିନଟି ଶ୍ର ମାନବେର ନୈତିକ ଉନ୍ନତିର ଚଢ଼ାନ୍ତ ଓ ନିଶ୍ଚିତାବଶ୍ଵା ଗଠନ କରେ । ଏର ନୈତିବାଚକ ଦିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଚିତ୍ରିତ ହେଁଛେ ତିନଟି ଶଦେ ଯଥା : ‘ଫାହ୍ଶା’ (ଅଶୀଳତା) ‘ମୁନକାର’ (ମନ୍ଦକାଜ)’ ବାଗାଓତ (ସୀମାଲାଜନ) । ‘ଫାହ୍ଶା’ ଦ୍ୱାରା ସେଇ କାଜ ବୁଝାଯ ଯା ଶୁଦ୍ଧ ପାପାଚାରୀ ନିଜେଇ ଜାନେ ଏବଂ ‘ମୁନକାର’ ସେଇ ସକଳ ଅଶୀଳତା ବା ମନ୍ଦକେ ବୁଝାଯ ଯା ଅନ୍ୟ ଲୋକେରାଓ ଦେଖେ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରେ, ଯଦିଓ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ତାରା କୋନ କ୍ଷତିର ଶିକାର ହୁଯ ନା ଅଥବା ତାଦେର ଅଧିକାରେ କୋନ ହଞ୍ଚେପଣ ହୁଯ ନା । ‘ବାଗାଓତ’ ଏଇ ସକଳ ମନ୍ଦ, ପାପ ଏବଂ ଅଶିଷ୍ଟତାକେ ବୁଝାଯ ଯା ଅନ୍ୟେରା ଦେଖେ ଓ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ କେବଳ ଧିକାରଇ ଦେଇ ନା ବରଂ ସେଇଗୁଲୋ ତାଦେର ସୁମ୍ପଟ କ୍ଷତି ସାଧନ୍ତ କରେ ଥାକେ । ପ୍ରକାଶ ଓ କ୍ଷତିକର ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପଟି ଏଇ ଶକ୍ତିର ଆଗ୍ରତାଯ ପଡ଼େ ।

୧୫୭୧ । ‘ଆଲ୍ଲାହର (ସାଥେ କୃତ) ଅଙ୍ଗୀକାର’ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରତି ମୁ'ମିନଦେର ଦାୟିତ୍ସମୂହ ବୁଝାଯ । ଏ ଛାଡ଼ା ସମାଜେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନୁଷେର ଦାୟିତ୍ସମୂହ ବୁଝାତେ ‘ଆୟମାନ’ (ଅର୍ଥ ଶପଥ) ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଁଛେ ।

୧୫୭୨ । ଏଇ ଆରବୀ ଶକ୍ତିଗୁଚ୍ଛ ତିନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାପେକ୍ଷ, ଯଥା ୪ (୧) ଯେହେତୁ ଏକଦଳ (ଅମୁସଲିମ) ଅନ୍ୟଦଳ (ମୁସଲିମ) ଥେକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ପଦଶାଲୀ, ଅର୍ଥାତ ମୁସଲମାନଗଣ କର୍ତ୍ତକ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଦଲେର ବିରଳତେ ପାହାରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗେର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାରା ସନ୍ଧି ଭଙ୍ଗ କରାର ମତୋ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଯ, (୨) ପାହେ ଏକ ଦଳ (ଅମୁସଲମାନ) ଅନ୍ୟ ଦଳ (ମୁସଲମାନ) ଥେକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେ । ମୋଟକଥା ଅମୁସଲମାନଦେର ସାଥେ ମୁସଲମାନରା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଯେନ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ନା କରେ ଯେ ଏଇ ସନ୍ଧିର ସୁଯୋଗେ ତାରା ନିଜେଦେର ଶକ୍ତିସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରବେ ଏବଂ ଯଥନ ନିଜେଦେରକେ ଅମୁସଲମାନଦେର ଥେକେ ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ଦେଖିବେ ତଥନ ସନ୍ଧି ଭଙ୍ଗ କରବେ ।

୧୫୭୩ । ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଯାତେ ବଲା ହେଁଛେ ଯେ ସକଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ଅବଶ୍ଵାର ମଧ୍ୟେ ଅବଶ୍ୟ ପାଲନୀୟ ।

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَنْتُمْ تَحْكُمُونَ
لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا مَّا
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ^{୧୫୭୪}

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَرْلَهَا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَاهَا تَنْتَهِيَةً دُونَ أَيْمَانِكُمْ
دَخْلًا بَيْنَكُمْ آنَتْ تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَزْبَى
مِنْ أُمَّةٍ لِإِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ
لَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ
تَحْتَلِفُونَ^{୧୫୭୫}

৯৪। আর ^{*}আল্লাহ্ যদি চাইতেন তিনি অবশ্যই তোমাদের সবাইকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু যে (পথভঙ্গ হতে) চায় তিনি তাকে পথভঙ্গ হতে দেন এবং যে (সঠিক পথ পেতে) চায় তিনি তাকে সঠিক পথ দেখান। আর তোমরা যা-ই করতে সে সম্পর্কে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৯৫। আর তোমরা পরম্পরাকে প্রতারণা করার জন্য নিজেদের কসমকে মাধ্যম বানিও না। নতুবা তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ়^{١৫৪} হবার পর তোমাদের পদস্থলন ঘটবে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়ার দরুণ তোমরা মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আর তোমাদের ওপর এক বড় আয়াব (অবতীর্ণ) হবে।

৯৬। ^{*}আর তোমরা আল্লাহর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার নগণ্য মূল্যে^{١৫৫} বিক্রি করো না। তোমরা যদি জ্ঞান রাখতে (তাহলে বুঝতে পারতে) আল্লাহর কাছে যা-ই রয়েছে তা নিশ্চয় তোমাদের জন্য উত্তম।

★ ৯৭। তোমাদের কাছে যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা (চির)স্থায়ী হবে। আর যারা ধৈর্য ধরেছে ^{*}আমরা অবশ্যই তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান দিব।

৯৮। পুরুষ বা নারীর^{١৫৬} মাঝে ^{*}যে-ই মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করবে আমরা নিশ্চয়ই তাকে এক পবিত্র জীবন দান করবো। আর আমরা তাদের সবচেয়ে উত্তম কর্ম অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দিব।

৯৯। অতএব তুমি যখনই কুরআন পাঠ কর বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চেয়ে নিও।

দেখুন : ক. ৫৪৯; ১১৪১৯; খ. ৩৪৭৮; গ. ১১৪১২; ৩৯৪১১; ঘ. ৩৪১৯৬; ৪৪১২৫; ২০৪১৩।

১৫৭৪। তোমাদের এইরূপ আচরণ তোমাদেরকে দুর্বল করবে।

১৫৭৫। যখন কোন জাতি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায় তখন তারা সাধারণত সকল প্রকার প্রলোভনের শিকার হয়। তাদের শক্তিরা তখন তাদেরই মধ্য থেকে গুপ্তচর নিয়োগ করে এবং মোটা অক্ষের ঘুমের প্রলোভন দ্বারা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস করতে চায়। এহেন অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, “লা তাশতারু বেআহদিল্লাহে সামানান কালীলান” অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না।

১৫৭৬। এই আয়াতে পুরুষ এবং নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং উভয়ের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের সমান অংশের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ
لِكِنْ يُصِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتُشَكِّلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ④

وَلَا تَتَخَذِّدُوا إِيمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْتَكُمْ
فَتَرِزِّلَ قَدَّمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذْقُوا
الشَّوَّءَ بِمَا صَدَّتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑤

وَلَا تَشَرُّوْ بِعَهْمِ اللَّهِ شَمَنًا قَلِيلًا
إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ رَانَ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑥

مَا عِنْدَكُمْ يَنْقُضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِأَقِيرٍ
وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُمْ
بِإِحْسَانِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ⑦

مَنْ عَوَلَ صَارِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِي وَ
هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهَ حَيْلَةً طَيْبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِإِحْسَانِ مَا
كَانُواْ يَعْمَلُونَ ⑧

فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ⑨

১০০। * যারা ঈমান আনে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে তাদের ওপর নিশ্চয় এর (অর্থাৎ শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই।

- ১৩
[১১] ১০১। * এর আধিপত্য কেবল তাদেরই ওপর যারা এর সাথে
১৯ বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং যারা তাঁর সাথে শরীক দাঁড় করায়।

১০২। আর “আমরা যখন একটি নির্দশন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নির্দশন নিয়ে আসি”^{১৫৭৭} তখন তারা (অর্থাৎ বিরোধীরা) বলে, ‘তুমি যে কেবল এক মিথ্যা উদ্ভাবনকারী’। অথচ আল্লাহ্ কী অবতীর্ণ করবেন তা তিনি সবচেয়ে ভাল জানেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০৩। তুমি বল, “রঞ্জল কুদুস এটিকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মুমিনদের দৃঢ়তা দানের উদ্দেশ্যে এবং *আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদরপে সত্যসহ অবতীর্ণ করেছেন।

১০৪। আর অবশ্যই আমরা জানি তারা বলে, ‘একজন মানুষই তাকে শিখিয়ে থাকে’^{১৫৭৮}। (কিন্তু) তারা যার প্রতি একথা আরোপ করে তার ভাষা তো ‘আজমী’ (অর্থাৎ অস্পষ্ট ও দুর্বল), অথচ এ (কুরআনের ভাষা) যে এক সুস্পষ্ট-প্রাঞ্জল আরবী ভাষা।

দেখুন : ক. ১৫৪৩; ১৭৪৬; ৩৪২২; খ. ২৪২৫৮; ৩৪১৭৬; ৭৪২৮; গ. ২৪১০৭; ঘ. ২৪৯৮; ২৬৪১৯৪; ঙ. ১২৪১১২।

১৫৭৭। “আর আমরা যখন একটি নির্দশন পরিবর্তন করে এর স্থলে আরেক নির্দশন নিয়ে আসি” এ বাক্যাংশের অর্থ এই, আমরা কোন জাতির ওপর থেকে তাদের সুমতি বা শুভ পরিবর্তনের কারণে তাদের ওপরে আসন্ন আয়াবকে হটিয়ে দেই অথবা বিলম্বিত করি। এখানে কুরআনের কোন আয়াতকে মনসুখ (বাতিল) করার কথা নেই। কুরআনে এমন কোন আয়াত নেই যার সাথে এর অন্য আয়াতের অমিল রয়েছে, যে কারণে কোন আয়াতকে মনসুখ বা বাতিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। কুরআনের সব অংশ একে অন্যের সম্পূরক ও সমার্থক। তফসীরাধীন আয়াতে এমন কোন কথাই নেই যাতে মনসুখ বা বাতিলের কোন ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।

১৫৭৮। কাফিরদের অভিযোগ অনুযায়ী প্রচলিত কথা-কাহিনীতে এমন কিছু লোকের নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা নাকি হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) কে কুরআন রচনায় সাহায্য করতো-যেমন, জাবার নামক এক খৃষ্টান কৃতদাস, আইশ বা ইয়াইশ, আল হ্যাইতিব ইবনে আব্দুল উহ্য্যা এর এক চাকর এবং আবু ফুকাইহ, যে ইয়াসার ও আদাস বা আদাস নামে পরিচিত ছিল, অউয় বিন রাবীর এক কৃতদাস (মায়ানি ও ফাতহ)। আশ্মর, সুহাইব, সালমান, আব্দুল্লাহ বিন সালাম এবং নেষ্টুরিয়ান সন্ন্যাসী সেরজিয়াসের নামও এ ব্যাপারে উল্লেখিত হয়েছে, যাদের কাছ থেকে নবী করীম (সা:) কুরআন প্রণয়নে সাহায্য দ্রব্য করতেন বলে অভিযোগ করা হয়, যা ২৫৪-৭ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে এবং অপর অভিযোগটি হচ্ছে ইসলামে নবদীক্ষিত জনেক খৃষ্টান কৃতদাসের কাছ থেকে আঁ হ্যুর (সা:) বাইবেল শুনেছিলেন এবং তারই অংশবিশেষ কুরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে উথাপিত আপত্তির প্রতি এই আয়াত ইঙ্গিত করেছে। এখন হিতীয় আপত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন হলোঃ সংশ্লিষ্ট খৃষ্টান কৃতদাসরা কি বাইবেলের আরবী অনুবাদ পড়েছিল, নাকি হীরীক অথবা হীকু অনুবাদ? তিনি আরবীতে অনুবাদকৃত।

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ
أَمْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ⑩

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّنَهُ وَ
الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ⑪

وَإِذَا بَدَّلَنَا آيَةً مَكَانَ أَيْقِنَةً ۝ وَاللَّهُ
آغْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا آتَنَا
مُفْتَرِءٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑫

فُلْ نَزَّلَهُ رُؤْمُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
إِنْ حَقٌّ لِيَشْتَهِيَ الَّذِينَ أَمْنُوا وَ
هُدَىٰ وَبُشْرَىٰ لِلْمُشْلِمِينَ ⑬

وَلَقَدْ نَخْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۝ يَسَانُ الَّذِي
يُلْجِئُهُ وَنَإِنِّيْأَعْجَمِيَّ وَهَذَا يَسَانُ
عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ⑭

১০৫। যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলীতে ঈমান আনে না নিশ্চয় আল্লাহ তাদের হেদয়াত দিবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

১০৬। আল্লাহর নির্দেশনাবলীতে যারা ঈমান রাখে না কেবল তারাই মিথ্যা আরোপ করে থাকে।

★ ১০৭। আর যার অন্তর ঈমান এনে পরিত্পন্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষতাকে (অসহনীয় নির্যাতনের মাধ্যমে) অস্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে একমাত্র এমন ব্যক্তি ছাড়া যারা তাদের ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করে এবং তাদের হৃদয় অস্বীকারে সন্তুষ্ট^{১৫৭৯} হয় তাদের জন্য আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত। আর তাদের জন্য এক মহা আয়াব নির্ধারিত।

১০৮। ^৩ এর কারণ হলো, তারা পরকালের তুলনায় ইহকালকে (প্রাধান্য দিয়ে) ভালবেসেছে এবং (তাছাড়া) আল্লাহ অস্বীকারকারীদের কখনো হেদয়াত দেন না।

১০৯। ^৪ এদেরই হৃদয়ে, কানে ও চোখে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন। আর এরাই উদাসীন।

رَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ
لَا يَهْدِيْهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَكْبَرٌ^⑩

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذَبَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُم
الْكُفَّارُونَ^⑪

مَنْ كَفَرَ بِإِيمَانِهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ لَا مَنْ
أُخْرِيَهُ وَقُلُوبُهُ مُطْمَئِنَّ بِاُخْرِيَّهُ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا
فَعَلَيْهِمْ غَصَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَكْبَرٌ عَظِيمٌ^⑫

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ
الْدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ^⑬

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى
قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَ
أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ^⑭

দেখুন : ক. ৩৯১; ৪১৩৮; ৬৩৪৪; খ. ১০৪৮; ৮৭১৭; গ. ২৪৮; ৪১৫৬; ৭১৮০।

অনুবাদকৃত বাইবেল পাঠ করলে প্রমাণ করতে হবে, মহানবী (সা:) এর যুগে বাইবেল আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং তা সাধারণে এত প্রচলিত ছিল যে কৃতদাসেরা পর্যন্ত দোকান-খামারে কাজ করার সময়ে তা পাঠ করতো। কিন্তু হ্যাত মুহাম্মদ (সা:) এর সময় পর্যন্ত কোন ভাষাতেই বাইবেলের অনুবাদ করা হয়নি। এমন কি মদীনার ইহুদী গোত্রগুলো তখন পর্যন্ত তাদের তওরাতের অনুবাদও আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন এবং যখনই নবী করীম (সা:) এই কিতাবের প্রয়োজন মনে করতেন তিনি বিখ্যাত হিস্ত ভাষাবিদ পদ্ধিত আবদুজ্জা বিন সালামের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। উক্তের আলেকজান্দ্র সোটার এম,এ,এল এল, ডি তাঁর রচিত ‘দি টেক্স এ্যান্ড ক্যানন অব দি নিউ টেস্টামেন্ট’ (২য় সংস্করণ-১৯২৫, পৃঃ ৭৪) পৃষ্ঠকের আরবী অনুবাদ শিরোনামের অধ্যায়ে লিখেছিলেন, ‘সবচেয়ে প্রাচীন পাস্তুলিপি ও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বের নয়। আরবী ভাষায় দু’টি তরজমা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় করা হয়েছিল বলে জানা যায়।’ রসূল করীম (সা:) কে যদি এক নবদীক্ষিত খ্রিস্টান কৃতদাস হিস্ত কিংবা গ্রীক বাইবেল পড়ে শুনাতে তাহলে সেই পৃষ্ঠক শুনে তাঁর কি উপকারে আসতো যার ভাষা তিনি বুঝতেন না এবং সেই কল্পিত লোকটি [যার সাহায্যে তিনি (সা:) কুরআন রচনা করতেন বলে আপনি] ছিল একজন আজমী (ক্রিটিপূর্ণ উচ্চারণকারী বিদেশী ব্যক্তি)। সে আরবী ভাষায় (ক্রিটিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা) কুরআন মজীদের মহান ও চিরস্তন সত্ত্বসমূহ কিরণে রসূল করীম (সা:)কে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারতো, অথচ এ ধরনের তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন আরবী ভাষায় প্রগাঢ় ও সুগভীর জ্ঞান (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী দ্রষ্টব্য)।

১৫৭৯। যে ব্যক্তি কঠিনতম পরীক্ষায় পড়ে এমন কথা বলে যা বাহ্যত কুফরী, অথচ অভ্যন্তরীণভাবে সে হয়তো ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এরপ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা কিরণ ব্যবহার করবেন এ বিষয়ে বর্তমান আয়াত নীরব। এতে বোঝা যায়, এরপ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে এবং এদের ভবিষ্যত আচার-আচরণে নির্ধারিত হবে এরা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিরণ ব্যবহার পাবে।

১১০। নিঃসন্দেহে ^কপরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১১। আর ^খতোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের প্রতি যারা
নির্যাতিত হবার পর হিজরত করেছে, জেহাদ করেছে^{১৪০} এবং
[১৪] [১০] ধৈর্য ধরেছে (হ্যাঁ) তোমার প্রভু-প্রতিপালক এরপরও নিশ্চয়
২০ তাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১১২। (এ পুরকারের প্রকাশ সেদিন ঘটবে) যেদিন প্রত্যেক
ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে বিতভা করতে করতে আসবে এবং
প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হবে আর
তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

★ ১১৩। ^{ষষ্ঠি}আর আল্লাহ্ এমন এক জনপদের^{১৪১} দ্রষ্টান্ত বর্ণনা
করছেন যা নিরাপদে ও শান্তিতে ছিল। সবদিক থেকে এর
রিয়ক পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আসতো, তবুও এ
(জনপদবাসী) আল্লাহ্ অনুগ্রহরাজি অস্বীকার করলো। তাই
আল্লাহ্ এদের কৃতকর্মের দরুণ এ (জনপদকে) ক্ষুধা^{১৪২} ও
ভয়ের^{১৪৩} আচ্ছাদনে জড়নো এক জীবনের স্বাদ গ্রহণ
করালেন।

১১৪। আর নিশ্চয় এদের কাছে এদেরই মাঝ থেকে একজন
রসূল এসেছে। কিন্তু এরা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে
প্রত্যাখ্যান করেছে। অতএব যুলুমে রত থাকা অবস্থায়
�দেরকে আয়াব ধরে ফেললো।

দেখুন : ক. ১১৪২৩; খ. ২৪২১৯; গ. ২৪২৮২; ঘ. ৩৪৪১৬-১৭।

১৫৮০। যেখানে ১০৯, ১১০ আয়াতে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা মুর্তাদ (কুফুরীতের প্রত্যাবর্তনকারী) হয়ে যায় এবং
স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শক্রদের দলে যোগদান করে, সেখানে বর্তমান আয়াতে সেইসব লোকের কথা বলা হয়েছে যাদের সম্পর্কে
বিচার স্থগিত রাখা হয়েছে (আয়াত-১০৭)। এদের ব্যাপারে বিচারে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে এরা যদি আল্লাহ্ জন্য হিজরত করে
এবং সংগ্রাম করে এবং ইসলামের জন্য সব ধরনের দুঃখ-কষ্ট ধৈর্যসহকারে সহ্য করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের পূর্বকৃত পাপসমূহ
ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তাহলেই কেবল প্রমাণিত হবে, তারা তাদের পূর্বকৃত ক্রটিসমূহ সম্পূর্ণ সংশোধিত করে ফেলেছে। সেজন্য
এ আয়াতে ব্যবহৃত জেহাদ শব্দের অর্থ ‘তলোয়ারের যুদ্ধ’ নয়, বরং ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা-সাধনা করে যাওয়া।

১৫৮১। এই আয়াতে বর্ণিত ‘জনপদ’ শব্দ দ্বারা মক্কাকে বুঝিয়েছে।

১৫৮২। এ তয়াবহ দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী মক্কাকে ঘিরে রেখেছিল (২৬৯৪ টাকা দ্রঃ)।

১৫৮৩। ‘তয়াবের আচ্ছাদনে’ অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কাবাসীরা যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধের সময়
তারা এমন চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থায় বাস করছিল যে যুদ্ধের ভীতি যেন তাদেরকে ‘জুজুর’ ভয়ের মতো পেয়ে বসেছিল। আরবী বাগধারায়
'আয়াকা' আস্বাদ গ্রহণ শব্দ কখনো কখনো 'লেবাস' (আচ্ছাদন) এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ শ্লোক; কালু
ইক্তারিহ শাইয়ান নুজিদ লাকা তাৰখাহ, কুতলু ইত্বাখুলী জুব্ববাত্তা ওয়া কামিসা, অর্থাৎ তারা বললো, আপনার জন্য কি পাক করবো
(মানে কি খাবেন)? আমি বললাম, আমার জন্য কোট এবং একটি সার্ট পাক করুন।

لَا جَرَّةً أَنْتُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخَسِرُونَ ^⑩

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَلْذِبُ بَيْنَ هَذِهِ جَرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهِ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ^{১১}

يَوْمَ شَانِيٍ كُلُّ نَفِسٍ تُجَادِلُ عَنْ
نَفْسِهَا وَتُوْفَى كُلُّ نَفِسٍ مَا عَمِلَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ^{১২}

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
أَمَنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَعَدًا فَنِنَ كُلُّ مَحَابٍ فَكَفَرَتْ
يَا نَعْمَلُ اللَّهُ فَآذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ ^{১৩}

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ
فَكَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ
ظَلِمُونَ ^{১৪}

১১৫। ^كঅতএব আল্লাহ প্রদত্ত রিয়্ক থেকে তোমরা হালাল (ও) পবিত্র^{১৫৪} খাবার খাও। আর তোমরা আল্লাহরই ইবাদতকারী হয়ে থাকলে তাঁর অনুগ্রহরাজির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞান কর।

★ ১১৬। ^كতিনি তোমাদের জন্য কেবল মৃতজীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং সেসব (খাবার) হারাম করেছেন যেগুলোর বেলায় আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে অবাধ্য বা সীমালংঘনকারী না হয়ে একান্ত অপারগতায় খেতে বাধ্য হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১১৭। আর ^كতোমরা নিজ মুখে যে মিথ্যাচার করে থাক এর ওপর ভিত্তি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী হয়ে (একথা)বলো না, ‘এটা হালাল, ওটা হারাম’। আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারীরা কখনো সফল হয় না।

★ ১১৮। ^كসামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের পর তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক আয়াব রয়েছে।

১১৯। আর যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্যও আমরা সেসব বস্তু হারাম করেছিলাম যার উল্লেখ আমরা তোমার কাছে পূর্বে করে এসেছি। ^كআমরা তাদের ওপর কোন যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করতো।

১২০। ^كতোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত^{১৫৫} মন্দ কাজ করে ফেলে (এবং) এরপর তওবা করে ও (নিজেকে) শুধরে নেয় (হ্যাঁ) তোমার প্রভু-প্রতিপালক ^{১৫}
^{১৯} এরপরও নিশ্চয় অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।
^{২১}

★ ১২১। ইব্রাহীম (নিজ সত্তায়) ^كআল্লাহর প্রতি সদা অনুগত ও বিনত (একাই) এক উম্মত ছিল^{১৫৬}। আর সে আদৌ মুশরিক ছিল না।★

দেখুন: ক. ২৪১৬৯; ৫৪৯; ৮৪৭০; খ. ২৪১৭৪; ৫৪৪; ৬৪১৪৬; গ. ৬৪১৪৫; ঘ. ৩৪১৯৮; ৪৪৭৮; ঙ. ১১৪১০২; ১৬৪৩৮; চ. ৪৪১৮; ৬৪৫৫; ছ. ২৪১৩৬; ৩৪৬৮; ৬৪৮০।

১৫৮৪। ২৪১৬৯, ১৭৪; ৫৪৪; ৬৪১১৯, ১২০ এবং ১৪৬ আয়াতের টীকাগুলো দ্রষ্টব্য।

১৫৮৫। ‘জাহালাত’ অর্থ জ্ঞানের অভাব এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অভাব-উভয় প্রকার অজ্ঞতা প্রকাশক। এখানে শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার কোন অর্থই বহন করে না যদি সেই ব্যক্তি সে আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান না রাখে, যা পালন না করার অপরাধে সে শাস্তি পায়।

১৫৮৬। উম্মাহ অর্থ: জাতি, গোত্র, সৎ কর্মশীল ব্যক্তি যিনি অনুকরণযোগ্য, এমন ব্যক্তি যিনি সব সদ্গুণের আধার, সব পুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক (লেইহন)।

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَكُلُوا مِمَّا رَأَيْتُ كُمُّ اللَّهُ حَلَّا طَيْبَاتٍ
وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
رَايَاهُ تَبَعْدُونَ ^(১)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ
لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَلَ بِغَيْرِ اللَّهِ
بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِرٍ لَا عَذَابٌ
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌ رَّحِيمٌ ^(২)

وَلَا تَقُولُوا إِلَيْمَا تَصِفُ الْأَسِنَتُ كُمُّ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ
لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مَا إِنَّ
الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ^(৩)

مَتَّاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(৪)
وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا
مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ مَا
ظَلَمْنَاهُمْ وَ لِكُنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ^(৫)

شَمَّ إِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا
السُّوءَ بِجَهَنَّمَ ثُمَّ تَبُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنْ رَبَّكَ مِنْ
بَعْدِ هَالْغَفُورُ رَّحِيمٌ ^(৬)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا
يَتَّلَوُ حَيْنِيَفًا وَ لَمْ يَكُنْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ^(৭)

★ ১২২। তাঁর অনুগ্রহার্জির জন্য (সে ছিল) চিরকৃতজ্ঞ। *তিনি তাকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেছিলেন।

১২৩। আর *আমরা তাকে ইহকালে কল্যাণ দান করেছিলাম এবং পরকালে সে অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১২৪। এরপর আমরা তোমার প্রতি (এই বলে) ওহী করেছি, *‘তুমি সদা বিনত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। আর সে কখনো মুশরিক ছিল না।

★ ১২৫। *‘সাবাত’^{১৫৮} তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যারা তার বিষয়ে (অর্থাৎ ইব্রাহীম ও তার ধর্মাদর্শের বিষয়ে) মতবিরোধ করেছিল এবং *নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের মাঝে কিয়ামত দিবসে সেই বিষয়ে অবশ্যই মীমাংসা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করতে।*

১২৬। তুমি প্রজ্ঞা^{১৫৯} ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তুমি সর্বোত্তম যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে *তাদের সাথে বিতর্ক কর। *নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই তাদের সবচেয়ে ভাল জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হেদায়াতপ্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২৭। *আর তোমরা (অত্যাচারীদের) শান্তি দিতে চাইলে (তোমরা তাদের) ততটুকুই শান্তি দিও যতটুকু অন্যায় অত্যাচার তোমাদের ওপর করা হয়েছে। আর *তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে অবশ্যই তা ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম হবে।

১২৮। আর তুমি ধৈর্য ধর। আর তোমার ধৈর্য ধারণ কেবল আল্লাহরই জন্য। আর *তুমি তাদের জন্য দুশ্চিন্তাপ্রাপ্ত হয়ো না এবং তাদের ঘড়্যাত্ত্বে মুষড়ে পড়ো না।

দেখুনঃ ক. ২৪:১৩১; খ. ২৪:১৩১; ২৯:২৮; গ. ২৪:৩৬; ৪:১২৬; ২২:৭৯; ঘ. ২৪:৬৬; ৪:৪৮, ১৫৫; ঙ. ৩:৫৬; ২২:৭০; চ. ৪:৪৩৫; ছ. ৬:১১৮; জ. ৪২:৪১; ঝ. ৪২:৪৪; এ. ১৫:৮৯, ৯৮; ২৭:৭১।

★ [ইব্রাহীম (নিজ সত্তায় একাই) এক উম্মত ছিল-এর অর্থ হলো তাঁকে (আ:) যে প্রতিক্রিতি দেয়া হয়েছিল তদনুযায়ী (তাঁর মাধ্যমে) এক মহান উত্থত (সৃষ্টি হওয়ার) বীজ ও সংজ্ঞাবনা তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরেত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৮:৭। ইহুদীদের আকিন্দা মতে সাবাতের অবমাননাই তাদের জাতীয় অধঃপতন ও দৃঃখ্যের কারণ। এ আয়াত ব্যক্ত করে, তারা শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই তাদের হতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে, সাবাত পালনের মাধ্যমে নয়।

★ চিহ্নিত টীকাটি ও ১৫৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

شَاكِرًا لِّأَنْعُمَهُ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ^①

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَمَنِ الصَّلِحُونَ^②

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ آنِ اتِّبِعْ
وَلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ^③

إِنَّمَا جِولَ السَّبِيلَ عَلَى الْغَيْرِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَخْحُمُ
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا
فِيهِ يَغْتَلِفُونَ^④

أَذْعُ إِلَى سَيِّئِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ
الْمَؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاءَ
هِيَ أَحْسَنُ مِنَ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهَتَّدِينَ^⑤

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
عُوْقَبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ^⑥

وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْتُكَ إِلَّا بِإِنْ شَوَّ
تَخْرَنَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
وَمَمَّا يَمْكُرُونَ^⑦

১৬ [৯] ১২৯। ৰ'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাকওয়া
২২ অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ^{১৫৮৯}।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ^{١٥٩٠}

দেখুন : ক. ৪৫৪২০।

★ [এ আয়াতের প্রেক্ষাপট অতি সুস্পষ্ট। এখানে তোহীদের প্রতি ইব্রাহীম (আ:) এর অবিচল নিষ্ঠা ও আত্মাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এ আয়াত ইব্রাহীম (আ:) এর প্রতি এবং তাঁর সত্য ধর্মবিশ্বাস ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের ব্যাপারে বনী ইসরাইলের মাঝে যে মতপার্থক্য ছিল এর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের অনেকেই বিভিন্ন ধরনের পৌত্রলিকতার শিকার হয়ে পড়েছিল। আর তাদের মাঝে প্রচলিত এ প্রথাটিকে তারা ইব্রাহীমের (আ:) প্রতি আরোপ করে থাকতে পারে। এ প্রেক্ষাপটে সাববাত'কে কেবল বিশ্বামের দিন বলেই নয় বরং এটিকে পবিত্রকরণ ও প্রায়শিতের দিন বলেও মনে করা যেতে পারে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৮। হিকমত অর্থঃ (১) প্রজ্ঞা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান, (২) সাম্যবাদিতা বা ন্যায়-বিচার, (৩) ধৈর্য বা ক্ষমাশীলতা, (৪) অবিচলতা, (৫) যা সত্যের সমার্থক বা সত্যসম্মত এবং যা অবস্থার প্রেক্ষিতে জুরুরী বিবেচিত, (৬) নবুয়তের দান বা নেয়ামত এবং (৭) যা বোকার মতো ব্যবহার করা থেকে কোন ব্যক্তিকে বিরত রাখে (লেইন, মুফরাদাত)।

১৫৯। 'মুত্তাকী' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে এরূপ 'মজবুত' সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, যার ফলে আল্লাহ্ নিজেই তার রক্ষক হয়ে যান এবং তাকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। 'মুহসিন' সেই ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি সৎকর্মশীল এবং সুন্দর ও উত্তম ব্যবহারের অধিকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার আশ্রয়ে আসার পর অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহ্ র আশ্রয়ে টেনে আনার চেষ্টা করেন। এভাবে যিনি 'মুহসিন' তিনি 'মুত্তাকী' হতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন।